জীবন-গতি নির্ণয়।

DYNAMICAL LAWS OF LIFE.

প্রথম খণ্ড।

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED BY GRISH CHUNDER GHOSE.
SAMYA PRESS,
45 Beniatola Lane,

1886.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভূমিকা।

জীবনগতি সম্বন্ধীয় এই কয়েকটি অধ্যায় পূর্ব্বে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকেই এই প্রবন্ধ কয়েকটি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্য এই কয়েক অধ্যায় এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

২৫ মে ১৮৮৬
৬৪।১ মেছুয়া বাজার রোড

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

জীবন-গতি নির্ণয়।

(An exposition of the dynamical laws of life.)

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা।

"Some have asserted that human affairs are altogether determined by the voluntary action of man, some that the Providence of God directs us in every step, some that all events are fixed by destiny. It is for us to ascertain how far each of the affirmation is true." J. W. Draper.

আমরা বহির্জগতে যে সকল পদার্থ নিরীক্ষণ করি, তাহারা সকলেই কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য এবং অপরাপর গ্রহ উপগ্রহ সকলই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, এ সকলই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। পৃথিবীস্থ জীব জন্তুর শারীরিক কার্য্যকলাপ, তাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা নির্দ্দিষ্ট

নিয়মাবলীর দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে। বিশাল বিশ্বসংসার একটী বৃহৎ যন্ত্রের ন্যায় বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে ক্রমেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে;— গভীর জলরাশির মধ্য হইতে দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছে, আবার পর্ব্বতাকীর্ণ স্থান সকল ক্রমশঃ সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু বহির্জগতের এই সকল পরিবর্ত্তনই কি কেবল জগৎপিতার অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতিহত নিয়মের অধীন রহিয়াছে? অন্তর্জগতের পরিবর্ত্তনসমূহ কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে? মানবজীবনের কার্য্যকলাপের মধ্যে কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী লক্ষিত হয় না? মানবজীবন কি কেবল ঘটনার স্রোতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অদ্য রাজ সিংহাসন লাভ, কল্য বৃক্ষতল আশ্রয় করে?

ফরাসিদেশের ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদন, পতিপ্রাণা, সন্তান বৎসলা, কোমল হৃদয়া রাজমহিষী মেরি আণ্টয়নেটের প্রাণদণ্ড, সমস্ত ইয়ুরোপের ভীতিস্থান বীরচূড়ামণি নেপোলিয়নের কারাবাস ও মৃত্যু কি আকস্মিক দৈব ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম রাজ্যের বিনাশ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ত্রিভুবনবিজয়ী ভীষ্মকর্ণের পরাজয়, সিপিও হস্তে কার্থেজের বীর গৌরব হানিবলের গৌরব বিচূর্ণন, এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কি কার্য্যকারণ শৃঙ্খল লক্ষিত হয় না? বস্তুতঃ বিজ্ঞানের চক্ষে দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে সুস্পষ্টরূপে অনিবার্য্য কারণ সকল লক্ষিত হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ জগতে যেমন

বজী হইতে অঙ্কুর জন্মে, এবং অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, কার্য্যজগতেও সেই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অননুভবনীয় ঘটনা হইতে অতি বৃহৎ ব্যাপার সকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য কারণ শৃঙ্খল যে কেবল জড়জগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহা নহে; ঐতিহাসিক ঘটনা সকলও কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কি জড়জগৎ, কি উদ্ভিজ্জ জগৎ, কি কার্য্যজগৎ, সকলের মধ্যেই অলঙ্ঘ্য নিয়ম, ফলাফলের শৃঙ্খলা, নিয়মিত পরিবর্ত্তন, অবিশ্রান্ত উন্নতির স্রোত পরিলক্ষিত হইতেছে। কি দার্শনিক, কি ইতিহাসবেত্তা সকলেই মানবমণ্ডলীর সমগ্র কার্য্য-পরম্পরার মূলে কারণশৃঙ্খল নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকানেক চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিয়ম সম্বন্ধে চিরান্ধতা বশতঃ ঈদৃশ ভ্রমজালে নিপতিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা মানবমণ্ডলীর কার্য্যপরম্পরার মূলে কারণ শৃঙ্খল দর্শন করিয়া, অবশেষে মনুষ্য-মনের স্বাধীন কিম্বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক অবস্থার দাস; তাহার মনোমধ্যে কোন প্রকার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মানব-জীবনের গতি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না, এইটী নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেন না, মানব মনের ইচ্ছাই জীবনগতি নির্দ্ধারণ করে।

অবস্থাবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই; যে বহির্জগৎ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত

হইয়া রহিয়াছেন, সেই বহির্জগতের কোন বস্তু কিম্বা কোন ঘটনা বা কোন অবস্থা, অথবা বহুল বস্তু ঘটনা বা অবস্থার সমষ্টি তাহার অন্তরের মধ্যে যে ভাব উৎপাদন করে, সেই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি কোন না কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রকার মানব মনের প্রত্যেক ইচ্ছা যখন কোন না কোন ভাব প্রসূত, এবং সেই ভাব সকল যখন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বহির্জগতের পদার্থ বা ঘটনা অথবা অবস্থার ফলস্বরূপ, তখন এই অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত অবশ্যই করিতে হইবে যে, মনুষ্যের মধ্যে কোন প্রকার স্বাধীন ইচ্ছার বর্ত্তমানতা সম্ভবপর নহে। ইয়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে স্পাইনোজা মনুষ্যের স্বতন্ত্রেচ্ছা সঞ্চালন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি (স্পাইনোজা) বলিয়াছেন যে, মানব মনে কোন প্রকারেই স্বাধীন কি স্বতন্ত্র ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কোন মনুষ্য যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী মানসিক অবস্থার ফল, এবং এই শেষোক্ত মানসিক অবস্থা আবার এতৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী মানসিক অবস্থার ফল, এই প্রকার ক্রমান্বয়ে দেখিতে গেলে, সহজেই বোধগম্য হইবে যে, মানব মন জন্ম হইতে ক্রমান্বয়ে যে সকল পদার্থ, ঘটনা, বা অবস্থার সংসর্গ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থা তাহার মনের গতি নিরূপণ করে। আমাদের দেশীয় পুরাতন দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রকার মত পোষণ করিতেন, এবং অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় ঈদৃশ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বলিতেন যে, মনুষ্য যে কোন

কার্য্য করেন তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই করেন; কেননা তাঁহার নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

যে সকল দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই প্রকারে মানব মনের স্বাধীন কিম্বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগের মত আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদিগের মত সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকরূপে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ বহির্জগতের ঘটনা, অবস্থা কিম্বা পদার্থ সমূহ নিয়তই যে আমাদিগের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতেছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরা দেখিতেছি যে বহির্জগতের পদার্থ ও ঘটনা নিচয় মনোমধ্যে নানাবিধ ভাব আনয়ন করিয়া তৎভাবজনিত ইচ্ছা উৎপাদন করিতেছে। সুশীতল প্রভাতসমীরণ শান্তিপূর্ণ ভাবের উদ্রেক করিয়া মানবমনে তন্মূলক গতি প্রদান করিতেছে; আবার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ডোত্তাপ সেই ভাবের অবস্থান্তর করিয়া মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। সায়ন্তন নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্য মনুষ্য মনের বর্ত্তমান গতি অবরোধ পূর্ব্বক গত জীবনের সুখ দুঃখ স্মৃতিপথে আনয়ন করে; আবার চন্দ্রমার সুবিমল জ্যোতি অন্তরাত্মাকে প্রফুল্ল করিয়া মানসিক গতির চঞ্চলতা সম্পাদন করে। পতিপ্রাণা সাধ্বীর হৃদয়প্রফুল্লকর মুখকমল দর্শনে মন এক অভূতপূর্ব্ব পবিত্র প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, সাধু-ইচ্ছা এবং সৎগতি প্রাপ্ত হয়; আবার বিশ্বাসঘাতিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলটা রমণীর দর্শন হৃদয়কে কলুষিত করিয়া

মনোমধ্যে অন্যবিধ ভাবের সঞ্চার করে। বন্ধুসম্মিলন মনুষ্যকে প্রফুল্লতা প্রদান করে, এবং অজ্ঞাতসারে চিত্তের উপচিকীর্ষা বৃত্তিগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলে; পক্ষান্তরে শত্রু সমাগম বিদ্বেষসম্ভূত ঘোর বৈরনির্য্যাতন-বাসনার উদ্রেক করিয়া, তাহার মনে বিপরীত ভাব উপস্থিত করে। পরলোকগতা স্নেহময়ী জননীর আলেখ্য নিরীক্ষণে হৃদয় গাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে পরিপ্লুত হয়, এবং হৃদয়ের তাৎসাময়িক তাদৃশ ভাবসম্ভূত ইচ্ছা, মনের গতি উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু অপর পক্ষে আণ্টনির বক্ষে-বিরাজিতা ক্লিওপেট্রার চিত্রপট দর্শনে হৃদয় কলঙ্কিত হয় এবং তাৎকালিক অবস্থার অনুযায়িনী ইচ্ছা মনের গতি নিরূপণ করে। এই প্রকারে বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য যে, সময়ে সময়ে মনের গতি পরিবর্ত্তন করে, তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের জীবনের দৈনিক ঘটনা কি সপ্রমাণ করে না যে, এক অবস্থায় নিপতিত হইয়া মানুষ মহর্ষিদিগের বাঞ্ছনীয় দুর্ল্লভ জীবন লাভ করে এবং প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা শাসিত হইয়া পশু-জীবন প্রাপ্ত হয়? সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইলে মন গর্ব্বিত হয়, দুর্ভাগ্য এবং দরিদ্রতায় মনের গতি নিস্তেজ হইতে থাকে। শুকদেব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, লুথার প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ কিম্বা শ্রবণ দ্বারা মন পবিত্রগতি প্রাপ্ত হয়; অন্যদিকে পাপাত্মা রোমীয় সম্রাট্ নিরো কিম্বা বঙ্গীয় নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কুক্রিয়া শ্রবণ করিলে হৃদয়ের মধ্যে ঘোরতর ঘৃণার উদ্রেক হয়।

এই প্রকারে বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা যে মানব মনের গতি নিরূপিত হয়, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু এখন এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে, মানব মনের গতি কি কেবল বাহ্যিক ঘটনা দ্বারাই নির্ণীত হয়, না মনের এমন কোন আভ্যন্তরিক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা বহির্জগতের শক্তি সকল অতিক্রম করিয়া মন আপন স্বাতন্ত্র্য ভাব রক্ষা করিতে পারে? এতৎ সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতবর বক্‌ল যাহা বলিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"এক দিকে মানবমন স্বীয় প্রকৃতিগত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে এবং বহির্জ্জগতস্থ কোন বল বা শক্তি বা আকর্ষণ দ্বারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রাগুক্ত স্বীয় প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বাধীন ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; অপরদিকে বহির্জগৎও আপন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিয়ত কার্য্য করে। কিন্তু এই বহির্জগৎ মানব মনের সংঘর্ষণ লাভ করিয়া মনের আন্তরিক বাসনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজন পূর্ব্বক মনুষ্যদিগের কার্য্য কলাপে সেই সংঘর্ষণ সম্ভূত নূতন গতি প্রদান করিয়া থাকে; অর্থাৎ মানবগণের কার্য্যকলাপ বহির্জগতের সংঘর্ষণ অভাবে যে গতি প্রাপ্ত হইত, সেই গতি প্রাপ্ত না হইয়া বহির্জগতের সংস্পর্শে এক রূপান্তরিত গতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মানবমণ্ডলী বহির্জগতের গতির রূপান্তর করে এবং বহির্জগৎও প্রত্যেক মনুষ্যের মনের গতির অবস্থান্তর করে; এবং অবশেষে এই পারস্পরিক রূপান্তরিত গতি হইতে সকল ঘটনার উৎপত্তি হয়। আমরা বক্‌লের এই মত সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম শূন্য বলিয়া স্বীকার করিনা। কিন্তু ইহার মধ্যেও যে

সত্যের আভাস রহিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বস্তুত বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তি বা বল দ্বারা যে মনুষ্য মনের গতি রূপান্তরিত হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু মানব মনের কোন্ অবস্থায় বহির্জগৎ তদুপরে কি প্রকার শক্তি সঞ্চালন করিতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, একদিকে যেমন মানব জীবনের গতি নিরূপিত হইতে পারে, তেমনি অপরদিকে মানবমণ্ডলীর স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না, তাহারও মীমাংসা হইতে পারে।

ইহা বলা বাহুল্য যে, মানব মন নিশ্চেষ্ট জড়পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্যিক বল প্রয়োগ দ্বারা চালিত হয় না। বহির্জগৎ সমুত্থিত শক্তি এবং মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি, এতদুভয়ের সম্মিলনে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই মানব জীবনের গতি। চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, পৃথিবীর সহিত তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের যেরূপ সম্বন্ধ, মানব মনের সহিত, অবস্থা বিশেষে, বহির্জগতের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবী যেরূপ তদুপরিস্থিত পদার্থ সমুদায়কে আকর্ষণ করে, এবং তদুপরিস্থিত পদার্থ সকলও আবার পৃথিবীকে আকর্ষণ করে. সেই প্রকার বহির্জগৎ মনের উপর এবং মন বহির্জগতের উপর শক্তি সঞ্চালন করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণের বল তদুপরিস্থিত সকল পদার্থের আকর্ষণের বল অপেক্ষা প্রবলতর ; সুতরাং পৃথিবী তদুপরিস্থিত পদার্থসমূহের নিকট পরিচালিত হয় না, কিন্তু তদুপরিস্থিত পদার্থ সকলই পৃথিবীতে নিপতিত হয়। এই প্রকারে যদি ইহা প্রতিপন্ন করা যায় যে, মানব মনের

আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জগতের শক্তি অপেক্ষা এত প্রবল যে, সেই আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জগৎসমুত্থিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপন স্বাভাবিক শক্তি সংরক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্য যে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকে না। কেন না, পৃথিবী যেরূপ তদুপরিস্থ পদার্থ সকল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও আপন স্বাভাবিক গতি সংরক্ষণ করিতে পারে, মনুষ্য মনও সেই প্রকার বাহ্জগৎ-সমুত্থিত শক্তি কর্তৃক বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া আপনার স্বভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। পৃথিবী সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের আকর্ষণ পরাভব করিয়া আপন শক্তি রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য মনই যে আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা বাহ্য জগতের শক্তিকে পরাভব করিতে পারিবে, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। জনভেদে এবং অবস্থাভেদে মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তির তারতম্য রহিয়াছে। সিদ্ধপুরুষ শুকদেব যৌবন প্রারম্ভেই বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বহির্জগতের শক্তি হইতে আপনার হৃদয় মন নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসি রাজ্যাধিপতি, যশোলিপ্সু এবং প্রভুত্ব-লোলুপ নেপোলিয়ন মৃত্যুকালেও 'আমাদেরই জয়' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিষয়-বিমোহিত মানসিক অবস্থার পরিচয় প্রদান করিলেন। মাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডার পরাজয় করিবার জন্য পৃথিবীতে আর রাজ্য নাই, ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রু-দমনভাব-বিবর্জ্জিত মহর্ষি ঈশার অন্তরাত্মা হইতে মৃত্যুকালে ঈদৃশ মহৎ ভাব সমুত্থিত

হইয়াছিল যে, তৎকালে তিনি সেই ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন,—"পিত! আমার শত্রুদিগকে ক্ষমা কর, কেননা তাহারা জানে না যে, তাহারা কি কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে।" বস্তুতঃ এই বিশ্বজগতে, অবস্থাভেদে, প্রত্যেক নরনারীর মানসিক শক্তি, হৃদয়ের ভাব এবং জীবনগতি মধ্যে এত পার্থক্য লক্ষিত হয় যে, সর্ব্বতোভাবে এক স্বভাববিশিষ্ট এবং সমহৃদয় দুইটী মনুষ্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ দেশ ও কালভেদে মনুষ্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অবস্থাভেদে মনুষ্যের প্রকৃতিতে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক নর নারীর মনের আভ্যন্তরিক শক্তি যে, বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তিকে পরাজয়-পূর্ব্বক মনুষ্যকে অবস্থার দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তদ্বিষয়ে কোন প্রকারেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মানব মনের সমুদয় শক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণরূপে বহির্জগতস্থ অবস্থা দ্বারা গঠিত হইতে থাকে। অবস্থাবাদী পণ্ডিতেরা এই জন্যই বলিয়া থাকেন যে, বাল্যকালে মানব জীবনের গতি যেরূপ অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থায়ও সেই অবস্থা অপরাপর নূতন অবস্থার সহিত সম্মিলিত হইয়া আজীবন জীবনগতি পরিশাসন করে। আমাদের দেশে জন্মপত্রিকা অর্থাৎ কুষ্ঠি প্রস্তুত করিবার যে প্রথা আছে, সেই প্রথাও এই মতমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা জন্মপত্রিকা রচয়িতা লগ্নাচার্য্যগণ জন্মকালে কোন্ গ্রহ কোন্

স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক মনুষ্যের জীবন-গতি সম্বন্ধে গ্রহগণের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকেন। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর যদি সত্য সত্যই মানবজীবন এইরূপ অবস্থার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য নিঃসন্দেহে কেবল দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্ট এবং তাঁহার মঙ্গলময় নাম অর্থশূন্য ও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ফলতঃ অবস্থার দাসত্ব হইতে যদি মানবজীবন কোন ক্রমেই নির্ম্মুক্ত হইতে না পারিত, তাহা হইলে পাপপূর্ণ ইহুদিবংশে পুণ্য-জ্যোতিস্বরূপ মহর্ষি ঈশার আবির্ভাব কখনই সম্ভব হইত না, এবং খ্রীষ্ট-বিদ্বেষ্টা সলও সেণ্টপলরূপে জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে যে, ঘোর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এবং পাপ-নিমর্জ্জিত জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতি-স্বরূপ পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশীয় প্রচলিত কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য আজীবন যত্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের জীবনে অলৌকিক ধর্ম্মবল, সত্যের জ্যোতি এবং ত্যাগস্বীকারের ভাব সন্দর্শন করিয়া ইহাদিগকে কোন কোন জাতি ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ এবং কোন কোন জাতি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এমন কি, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই সাধুদিগের দুর্লভ জীবন লাভের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সকল মহাত্মা ঈশ্বরের বিশেষ বিধান অথবা ঈশ্বর-কর্তৃক বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনার্থ জগতে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু

এই সাধুপুরুষদিগের জীবনগতি যে, তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ, ঘটনা কিম্বা অবস্থা-সমুত্থিত শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিশাসিত হয় না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, তাঁহাদিগের মন দেশ-কাল-প্রচলিত অবস্থার শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত না হইলে, তাঁহারা কখনই এই প্রকার সাধু-জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। এই সকল সাধু-পুরুষের জীবনগতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, মানবমনে যে স্বাধীন ইচ্ছার সঞ্চার হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতীয়মান হয়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ তদুপরিস্থ সমুদয় বস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের নিকট পরিচালিত না হইয়া, আপন প্রবলতর আকর্ষণ দ্বারা উপরিস্থ পদার্থ সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ভূতলশায়ী করিতেছে; সেই প্রকার মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি, বহির্জগতের পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থা সমুত্থিত শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্য অবস্থার দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে।

এইস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মনুষ্য মন কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইলে বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপন স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ করিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, মন যখন আপনার সাম্যভাব (equilibrium) সংরক্ষণ করিতে পারে, তখনই স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সমর্থ। বহির্জগতে যখন কোন বস্তু দুই বিপরীত দিক হইতে দুইটী সমান বল দ্বারা আকৃষ্ট

হয়, তখন নিশ্চল হইয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার মানবমন বহির্জগতের পদার্থ ঘটনা বা অবস্থা-সমুত্থিত ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত শক্তি কর্ত্তৃক এক সময়ে সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া সাম্যভাব অবলম্বন করিতে পারে। সাম্যভাব প্রাপ্ত মন যে অনায়াসে স্বীয় প্রকৃতিগত গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। কেননা সাম্যাবস্থায় বস্তু কিম্বা প্রাণী সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক শক্তি-সমুত্থিত গতি বিবর্জ্জিত হইয়া, আপন প্রকৃতিগত গতি প্রাপ্ত হয়। কোন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আকৃষ্ট হইলে, এক দিকের আকর্ষণ তদ্বিপরীত দিকের আকর্ষণ কর্ত্তৃক ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়; এবং সেই ব্যাঘাত নিবন্ধন প্রত্যেক দিকের গতির বেগই ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং চতুর্দ্দিকস্থ আকর্ষণ সম্ভূত গতি এই প্রকারে পরস্পরের প্রতিঘাত দ্বারা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে আকৃষ্ট বস্তুকে সর্ব্বপ্রকার গতি পরিশূন্য করে। * বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থা-সমুত্থিত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি মানবমনে ইচ্ছা উৎপাদন পূর্ব্বক জীবন-গতি নিরূপণ করে, তন্মধ্যে কতকগুলি

---

* That universal coexistence of antagonist forces which, as we before saw, necessitates the universality of rhythm, and which as we before saw, necessitates the universality of decomposition of every force into divergent forces, at the same time necessitates the ultimate establishment of a balance. Every motion being motion under resistance is continually suffering deductions; and these unceasing deductions finaly result in the cessation of the motion.

Herbert Spencer.

প্রবৃত্তি-উত্তেজক ও কতকগুলি নিবৃত্তি-প্রদায়ক। সুতরাং যখন দুইটী বিরুদ্ধ আকর্ষণ দ্বারা মানবমন আকৃষ্ট হয়, তখনই মন সময়ে সময়ে সাম্যভাব অবলম্বন করিতেও সম্পূর্ণ সমর্থ হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি-উত্তেজক শক্তিগুলি যখন নিবৃত্তি-প্রদায়ক শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া মানবমনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন কেবল মানুষ অবস্থা দ্বারা পরিশাসিত হইয়া ঘটনার স্রোতে ভাসিতে থাকে। সেই সময়ে মানুষের কোন প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এতদুভয়ের সম্মিলনে যখন মনুষ্যমনকে কামনা শূন্য করিয়া, তাহার জ্ঞানচক্ষুকে ঈশ্বরের দিকে উন্মীলিত করে, তখন মানব স্বীয় প্রকৃতিগত ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সক্ষম। মন, ফললাভ-প্রত্যাশা বিবর্জ্জিত না হইলে, আপন প্রকৃতিগত স্বাধীনভাব লাভ করিতেপারে না, বিষয় বিশেষের কাননা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কক্ষ-ভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় গত্যন্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসারে দুর্ব্বলমতি মানব কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন ও আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বারম্বার কথিত হইয়াছে যে,মনুষ্য মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জগতস্থ ঘটনা, পদার্থ বা অবস্থানিচয় সমুৎপন্ন শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হইলে,মানবমনের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু মনের এই আভ্যন্তরিক শক্তি কি প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে এবং কি প্রকারেই বা তাহার তেজস্বিতা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা উচিত।

মন যে কি পদার্থ—তাহা কেহই জানিতে পারে না। মনের প্রকৃতি মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। আমরা কেবল মানসিক কতকগুলি ক্রিয়া জানিতে ও অনুভব করিতে পারি, এবং সেই ক্রিয়াগুলি যে কারণ বা শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করি; আর প্রাগুক্ত কার্য্য গুলির মধ্যে যে সমস্ত অগ্র-পশ্চাৎ সম্বন্ধ ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খল লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেই মানসিক নিয়ম বলি। এই নিয়ম শব্দটী এ স্থানে ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজপুরুষেরা রাজ্যশাসনার্থ যে নিয়ম সংস্থাপন করেন, সেই নিয়ম শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রাকৃতিক বা ভৌতিক নিয়ম বলিলে সেই অর্থ বুঝায় না। রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম দ্বারা যাহারা পরিশাসিত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতির সহিত নিয়মের কোন যোগ নাই, নিয়ম তাহাদিগের নিকট একটী বাহ্যিক বিষয় মাত্র। কিন্তু 'মানসিক নিয়ম' একথাটী বলিলে মনের প্রকৃতিগত গতির যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ পরিবর্ত্তন, তাহাই বুঝা যায়। আবার সেই প্রকার ভৌতিক নিয়মগুলি জড় জগতের স্বভাবসিদ্ধ যে প্রণালী অনুযায়ী পরিবর্ত্তন, তাহাই বুঝা যায়। জড় জগতের নিয়মানুসারে বীজ মৃত্তিকাতে রোপিত হইলে অঙ্কুর হয়, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে নিয়ম শব্দটী কেবল বীজের প্রকৃতিগত নির্দ্দিষ্ট গুণ বা ধর্ম্মকে বুঝায়। ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের যে যে স্থানে নিয়ম শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং পরে যে যে স্থানে ব্যবহৃত হইবে, তদ্দ্বারা কেবল বিষয় বিশেষের প্রকৃতিগত গতি বুঝা যাইবে। জড় জগতের পদার্থ নিচয় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি (Definite constitution) প্রাপ্ত হইয়া কোন না

কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই প্রকার মানবমনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া উন্নতি লাভ করে। আবার জড় জগতের পদার্থ সকল যেমন তাহাদিগের প্রকৃতির প্রতিকূল ঘটনা বা অবস্থার সংঘর্ষণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মানব মনও তদনুরূপ স্বীয় প্রকৃতিগত কার্য্য প্রণালীর বিপর্য্যয়াবস্থা ঘটিলে প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জ্জগৎসমুত্থিত শক্তিকে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যকে অবস্থার দাসত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারে, এই প্রকার যে মত আমরা এই অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছি, ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মানসিক নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। মানব জীবনের কার্য্যকলাপ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তাহাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের আলোচ্য। সুতরাং মানবজীবনের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, মনের প্রকৃতিগত গতি এবং মনের আভ্যন্তরিক শক্তিও যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মানবের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

"The life of individual man is of a mixed nature. In part he submits to the free-will impulses of himself and others, in part he is under the inexorable dominion of law. &c." J. W. Draper.

চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যমাত্রেরই যখন স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন মনুষ্য জীবনের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তদ্বহির্ভূত বিষয় কর্ত্তৃক পরিশাসিত কি পরিচালিত হইতে পারে না। মনুষ্যের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন বলিয়া স্বীকার করিলে, সেই প্রকৃতিসম্ভূত কার্য্যকলাপও যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন. তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। অতএব মনুষ্যপ্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিশাসিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয় কি না, তাহাই অগ্রে অবধারণ করা উচিত বোধ হইতেছে। নিয়ম শব্দের অর্থ কি, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে একবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিয়ম কোন ক্রিয়া উৎপাদক বা গতি পরিচালক শক্তি নহে।* ভিন্ন ভিন্ন

---

* "A Law of nature is not an Agent nor an Agency by which substances are coerced, but an abstract expression of

অবস্থায়,বস্তু বা প্রাণীর যে প্রকৃতিগত গতির প্রণালীবদ্ধ ভাবান্তর, তাহাকেই নিয়ম বলা যায়। নিয়ম, বস্তু বা প্রাণীর প্রকৃতিগত গতির ভাবান্তর উৎপাদন করে না, কিন্তু এই ভাবান্তর যে প্রণালী-অনুসারে উৎপন্ন হয়, সেই প্রণালীই নিয়ম। জগৎ বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কমট্ কারণ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থানে নিয়ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বস্তু বা প্রাণীর আদি কারণ মনুষ্য-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। এক বস্তু যে প্রণালীতে রূপান্তরিত হইলে তদ্দারা অপর বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই প্রণালীকে নিয়ম বলা যায়। সূর্য্যের তাপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়; বাষ্প শীতল বায়ু-স্পর্শে ঘনীভূত হইলে মেঘের আকার ধারণ করে; মেঘ আবার সমধিক শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হয়। এই স্থলে সূর্য্যোত্তাপ এবং সমুদ্র জল এই উভয়ের সম্মিলন হইলে, তাহাদিগের সম্মিলিত প্রকৃতির ভাবান্তর প্রাপ্তি নিবন্ধন মেঘের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-রূপ কার্য্যটীকে নিয়ম নামে অভিহিত করা যায়। পরন্তু মেঘের উৎপত্তি সর্ব্বকালে এবং সকল অবস্থাতে বাষ্প হইতেই হইতেছে, সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, মেঘোৎপত্তি সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যদি কখন সমুদ্র বাষ্প হইতে, কখন বৃক্ষ হইতে, বা কখন পুষ্প হইতে মেঘ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে মেঘোৎপত্তি সম্বন্ধে যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রহি-

---

the series of positions which substances assume under given conditions. It is not a creator of the phenomena, it is their *formula*. It does not precede and coerce them, it is evolved by them." Lewis' Problem of Life and Mind.

য়াছে, তাহা বলা যাইত না। সেইরূপ মনুষ্যমনের ইচ্ছা যদি কোন নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাবসম্ভূত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের কার্য্যকলাপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে। কিন্তু মানসিক শক্তিগুলি বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, পরে সেই জ্ঞান তাহার মনেতে একটী ভাব বা আবেগ আনয়ন করে, এবং সেই ভাব বা আবেগদ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদ্‌ভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং জ্ঞান, ভাব বা আবেগ উৎপাদন করে, এবং ভাব বা আবেগ আবার ইচ্ছা উৎপাদন করে। কোন বালকের সম্মুখে একটী পুতুল উপস্থিত করিলে বালক প্রথমতঃ তাহা দর্শন করিয়া উহার বিদ্যমানতা জ্ঞাত হয় এবং এই বিদ্যমানতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহার মনোমধ্যে ঐ পুতুলটীর প্রতি ভালবাসার ভাব আনয়ন করে, কিম্বা পুতুল বিকটাকৃতি হইলে ভয়ের ভাব আনয়ন করে। তৎপরে বালকের মনে ভালবাসার ভাব আনীত হইলে, বালক সেই পুতুল ধরিবার জন্য উদ্যোগ করে, অথবা ভয়ের ভাব আনীত হইলে, বালক তৎক্ষণাৎ পুতুলের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। এই প্রকারে মনে যদ্রূপ জ্ঞান জন্মে, তদনুরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ভাবানুরূপ ইচ্ছার সঞ্চার হয়। সুতরাং মানব মনের কোন ইচ্ছাই বিনা কারণে উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু যখন মানব মনের ইচ্ছাই জীবনের গতি নিরূপণ করে, (অর্থাৎ, মানুষ যে কোন কার্য্য করে তাহা কোন ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হইয়া করে)

এবং সেই ইচ্ছা আবার যখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে মানব মনে সঞ্চারিত হয়, তখন মানুষের কায্যকলাপ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সমুদ্র জল হইতে যেমন বাষ্পের উৎপত্তি হয়, এবং বাষ্প হইতে যেমন মেঘের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার জ্ঞান ভাব উৎপাদন করে এবং ভাব হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। সুতরাং জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ইহাদিগের মধ্যেও কার্য্যকারণশৃঙ্খল বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞানের বিভিন্নতানুসারে ভাব বা আবেগের বিভিন্নতা হয় এবং ভাব বা আবেগের বিভিন্নতানুসারে ইচ্ছার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। মনুষ্য মন মৃত্তিকাস্বরূপ, জ্ঞান বীজস্বরূপ। মৃত্তিকাতে বীজ রোপন করিলে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বিষয় বিশেষের জ্ঞান মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে ভাব বা আবেগের উৎপত্তি হয়, এবং বৃক্ষ হইতে যেমন ফলের উৎপত্তি হয়, তেমনি ভাব হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

কিন্তু সকল প্রকারের মৃত্তিকা বা সকল স্থানের মৃত্তিকা একরূপ নহে। কোন মৃত্তিকাতে বীজ সতেজে অঙ্কুরিত হয়, কোন মৃত্তিকাতে বীজ একেবারেই অঙ্কুরিত হয় না, কোন মৃত্তিকাতে বীজ নিস্তেজ বৃক্ষ উৎপাদন করে। সেই প্রকার মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্ভূত ভাব বা আবেগের তারতম্য ঘটিয়া থাকে,এবং ভাব বা আবেগের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছার সঞ্চার হয়। এবং সেই ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালন করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কিন্তু বহির্জ্জগতের পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থার সংঘর্ষণসম্ভূত

জ্ঞান, আবেগ ও ইচ্ছা প্রভৃতির মধ্যে যেরূপ নিয়মিত কার্য্য কারণ শৃঙ্খল দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার মনের আভ্যন্তরিক শক্তিসমুত্থিত বিশ্বাস এবং ভাব সম্ভূত কার্য্যকলাপও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

বহির্জ্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা কি অবস্থার সংস্পর্শ ব্যতীত মনের আভ্যন্তরিক শক্তিনিচয় সঞ্চালিত বা প্রস্ফুটিত হয় না। বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা মনের অন্যান্য নিশ্চেষ্ট শক্তিকে উত্তেজনপূর্ব্বক মনোমধ্যে কতকগুলি অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বিষয়সম্বন্ধে বিশ্বাস, চিন্তা এবং ভাব আনয়ন করে অর্থাৎ বহির্জ্জগতের যে সকল বস্তু, ঘটনা বা অবস্থা ইন্দ্রিয়গোচর, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে মন প্রকৃতিগত নিয়মানুসারে তাহার মূল কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমাদিগের কোন বিষয়ের মূল কারণ অথবা শেষ কারণ জানিবার শক্তি নাই। পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থার মূল কারণ কিম্বা শেষ কারণ মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। সূর্য্যোত্তাপসংস্পর্শে কেন সমুদ্রজল বাষ্পরূপে পরিণত হইল, তাহা আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু মানব মন এই সকল অজ্ঞেয় বিষয় জানিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না।

আমরা কোন বিষয়ের মূলকারণ জানিতে পারি না; অথচ তাহার কোন মূল কারণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। মনের আভ্যন্তরিক শক্তি-সমুত্থিত এই প্রকার অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা জ্ঞান মনোমধ্যে কতকগুলি অপরিস্ফুট ভাব উৎপাদন করে। *

---

* "Beside that *definite* consciousness of which logic formulates the laws, there is also an indefinite consciousness

দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রকার বিশ্বাস বা জ্ঞানকে আত্মপ্রত্যয় intuition) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতের মিল নাই।

জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মানদার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট্ আত্মপ্রত্যয়কে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান (Transcendental knowledge or innate ideas) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মানবের মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত কোন জ্ঞান আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। ঈদৃশ প্রশ্নসমূহ কেবল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য। আমরা কেবল এই মাত্র সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, মানব মন যেরূপ বহির্জগতের পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থাসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া এক প্রকার গতি লাভ করে, সেইরূপ মনের অভ্যন্তরিক শক্তিসমুত্থিত বিশ্বাস ও আবেগদ্বারা পরিচালিত হইয়া গত্যন্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। মানব মনের এই আভ্যন্তরিক শক্তিই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ। মানব মন শুদ্ধ যে কেবল দৃষ্ট এবং অনুভবনীয় (perceptible) বিষয়ই উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা নহে, কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অননুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধেও মন এক প্রকার অপরিস্ফুট ভাব ধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ *। এই অননুভবনীয় বিষয়

---

which cannot be formulated. Besides complete thought and beside the thought, which though incomplete, admit of completion, there are thoughts which it is imposible to complete and yet which are still real in the sense that they are normal affections of intellect.”

Herbert Spencer.

সম্বন্ধীয় জ্ঞান অনুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ন্যায় মানব মনে আবেগ ও ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান মনুষ্যমনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট আবেগ উৎপাদন করে; এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবেগ আবার বিভিন্ন প্রকারের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া মানবজীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গতি প্রদান করে। এতৎ পূর্ব্ব অধ্যায়ে মনুষ্যমনে যে আভ্যন্তরিক শক্তির বর্ত্তমানতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই আভ্যন্তরিক শক্তি আর কিছুই নহে—শুদ্ধ মানব মনের অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অননুভবনীয় বিষয় ধারণা করিবার শক্তি মাত্র। দৃষ্ট এবং অনুভবনীয় বিষয় উপলব্ধি করিবার শক্তি এবং অদৃষ্ট ও অননুভবনীয় বিষয় ধারণা করিবার শক্তি, ইহারা উভয়ে মনুষ্য মনে সম্মিলিত হইয়া কি প্রকার কার্য্য করে এবং কিরূপেই বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাই অগ্রে সমালোচনা করা কর্ত্তব্য।

বাল্যকালে মানবজীবন কেবল বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থাসমুত্থিত শক্তিদ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্য জন্মকালে যে সকল অবস্থা, ঘটনা বা পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেই সকল অবস্থা, ঘটনা বা পদার্থ

---

* "Throughout all future time, as now, the human mind may occupy itself not only with ascertained phenomena and their relations, but also with unascertained something which phenomena and their relation imply. Hence if knowledge cannot monopolize consciousness—if it must always continue possible for the mind to dwell upon that which transcends knowledge, then there can never cease to be a place for something of the nature of religion. "Herbert Spencer."

সমুত্থিত শক্তি দ্বারা তাহার মনের প্রথমগতি নিরূপিত হয়। এই বাল্যাবস্থায় মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস। তাহার মনোমধ্যে এসময়ে কোন স্বাধীন ইচ্ছার সঞ্চার হইতে পারে না। একটি শিশুর মন এক মুহূর্ত্তে একটী সুন্দর পুতুল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহা পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হয়, অপর মুহূর্ত্তে ক্ষুধাবোধদ্বারা পরিচালিত হইয়া আহার করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু এদিকে ক্রমশঃ যেমন তাহার মানসিক শক্তিগুলি পরিপক্কতা লাভ করে, তেমন অপর দিকে বহির্জ্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থাসমুত্থিত শক্তিগুলির পরাক্রম ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মন একটী সুন্দর পুতুলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহা পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হয়; কিন্তু ষোড়শবর্ষীয় বালক পুতুলের প্রলোভনকে আনায়াসে পরাস্ত করিতে পারে। আবার ষোড়শবর্ষীয় বালকের মন বেশভূষার প্রলোভনদ্বারা যদ্রূপ পরিচালিত হয়, চত্বারিংশ বর্ষীয় বৃদ্ধের মন তদ্রূপ হয় না। এই প্রকারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য বহির্জ্জগতস্থ এক প্রকার পদার্থ, অবস্থা বা ঘটনা সমুত্থিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্যবিধ অবস্থা বা ঘটনা দ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ, তাহার তাৎকালিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক নরনারী যেরূপ পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বাল্যকালে যে প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার জীবনগতি যে তদনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বহির্জ্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থার সংঘর্ষণে মন যতই অধিক পরিমাণে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইতে থাকে

ততই তাহার আভ্যন্তরিক শক্তির তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়।

ব্যায়ামদ্বারা যদ্রূপ শারীরিক শক্তির পরিপক্কতা জন্মে, সেই প্রকার মানসিক শক্তিনিচয়, বিবিধ বিষয়ের চিন্তা ও অধ্যয়ন দ্বারা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। কোন জড়পদার্থের উপর এক একটী নূতন বল প্রয়োগ করিলে যেমন তাহার গত্যন্তর হইতে থাকে, সেই প্রকার এক একটী বিষয়সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা চিন্তা মানবমনেও এক একটী নূতনগতি প্রদান করে। বৃহৎ মনুষ্যসমাজ মধ্যে নিম্নশ্রেণীস্থ শ্রমোপজীবিদিগকে অধিক চিন্তা করিতে হয় না, এই জন্য যে সকল রাজপুরুষকে সমাজিক ও রাজনৈতিকাদি নানা বিষয়ে সতত চিন্তা করিতে হয়, তাহাদিগের মন উক্ত শ্রমোপজীবিগণের মন অপেক্ষা অধিকতর গত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের মন অসংখ্য বিষয়ের চিন্তাদ্বারা সর্ব্বদা বিলোড়িত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গত্যন্তর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু একটী কৃষকের মন কেবল জীবিকানির্ব্বাহের উপায় চিন্তনে নিবিষ্ট থাকাতে একমাত্র নির্দ্দিষ্টগতি অবলম্বন করে।

এতৎপূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা কিম্বা অবস্থাসম্ভূত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি মানব মনে ইচ্ছা উৎপাদন করে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তি-উত্তেজক এবং কতকগুলি নিবৃত্তি-প্রদায়ক সুতরাং কোন বস্তু যেরূপ দুইটী বিপরীত আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মানব মন প্রবৃত্তি-উত্তেজক ও নিবৃত্তি-প্রদায়ক এই দুইটী বিরুদ্ধশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইলে

সাম্যভাবাপন্ন হয়। সাম্যভাবাপন্ন মন তখন কেবল আভ্যন্তরিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-কক্ষে পরিভ্রমণ করে। অজ্ঞেয় এবং অননুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধে মনুষ্যমনে যে অপরিস্ফুট জ্ঞানের বিদ্যমানতা, তাহাকেই মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং এই আভ্যন্তরিক শক্তিকেই আবার তত্ত্বজ্ঞানের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই অপরিস্ফুট ভাব সাম্যাবস্থাপন্ন মনুষ্য মনে যে গতি প্রদান করে, সেই গতিই জীবনের স্বাভাবিক গতি এবং এই অপরিস্ফুট ভাব সাম্যাবস্থাপন্ন মানব মনকে যে পথে পরিচালিত করে, সেই পথই মানব মনের স্বাভাবিক কক্ষ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কামনা দ্বারা যখন মানব মন পরিচালিত হয়, তখন কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় কোন এক দিকেই ধাবিত হইতে থাকে। অতএব এক্ষণে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, বহির্জগতস্থ বিষয়ের কামনাবিশিষ্ট মন, বহির্জগতস্থ নিবৃত্তি প্রদায়ক শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, সাম্যভাব প্রাপ্তান্তর আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়। সুতরাং মনুষ্য মন যখন বিষয় বিশেষের কামনা পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আপন স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ পূর্ব্বক স্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বিষয় বিশেষের কামনাদ্বারা পরিচালিত হইলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন করিবার কোন শক্তি থাকে না; এবং তখন মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস। এইস্থলে মানবজীবনে দুই প্রকার গতির বিদ্যমানতা প্রতীয়মান হইতেছে,—মানবমন

কোন বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইলে এক প্রকার গতি প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় বাসনা বিবর্জ্জিত মন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইলে অন্যবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু মনুষ্য বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইলে তাহার কার্য্যকলাপ যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইলেও যে তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন রহিয়াছে তাহা সহজেই প্রতীত হইবে। অর্থাৎ মনুষ্যকে অবস্থার-দাস বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহার কার্য্যকলাপ যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহার মনে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনক্ষমতার বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেও তদীয় কার্য্যকলাপ তদ্রূপ নিয়মাধীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু মনুষ্য মন যখন আভ্যন্তরিক শক্তিসমুত্থিত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হয়, কেবল তখনই যে স্বকীয় স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের প্রাচীন যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মেব শত্রুবৎ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ॥

অর্থাৎ যিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই আত্মার বন্ধু, কারণ অজিতাত্মার শত্রুভাবে আত্মাই শত্রুবৎ থাকেন। জিতাত্মা এবং রাগাদিরহিত সাধকের

আত্মা শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ মানাপমান সম্বন্ধে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত, তিনিই নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; এবং এইরূপ সমাহিত যোগীর নিকট মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণ সকলই সমান। বস্তুতঃ মনুষ্য যখন মনের আভ্যন্তরিক শক্তিদ্বারা বহির্জগতের সংঘর্ষণসম্ভূত মানসিক শক্তিকে পরাজয় করিতে পারে, তখনই কেবল মনুষ্যকে জিতাত্মা বলা যায়। কেন না, তখন তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে পরাজয় করেন। জিতাত্মা মানবই স্বাভাবিক মনুষ্য এবং জিতাত্মার প্রকৃতিই মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি।

ইহা পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে চিরান্ধতা নিবন্ধন অনেকানেক চিন্তাশীল পণ্ডিত, মনুষ্যের জীবনগতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভ্রমজালে নিপতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন ক্ষমতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার মানবের এই স্বাধীনেচ্ছা সঞ্চালন ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থায়, সেই সম্বন্ধটী জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যস্থিত পারস্পরিক আকর্ষণ। যেমন পৃথিবী সূর্য্যকে এবং সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মা জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মানব মনে অজ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে অপরিস্ফুট জ্ঞান রহিয়াছে, সেই

জ্ঞান, ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানর [illegible] এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানসম্ভূত ভাব বা আ [illegible] পরমাত্মার মধ্যস্থিত পারস্পরিক আকর্ষণ। জী [illegible] মাণে তত্ত্বজ্ঞান পরিশূন্য হয়, সেই পরিমাণে জীবাত্মা [illegible] ত্মার মধ্যস্থিত আকর্ষণ নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং সম্পূ [illegible] তত্ত্বজ্ঞান বিবর্জ্জিত জীবাত্মা প্রাগুক্ত আধ্যাত্মিকআকষণ পরিশূন্য হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস। কিন্তু অবস্থার দাসত্ব-বদ্ধ জীবাত্মা কোন্ অবস্থায় কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সহজেই ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় গণনা করিয়া নিরূপণ করিতে পারেন। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি এবং তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি কিরূপ তাহা জানিতে পারিলে সে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। * অধিকন্তু যদি

---

* "Correctly conceived the doctrine of so-called philosophical necessity is simply this : that given the motives that are present to an individual mind, and given likewise the character and disposition of the individual, the manner in which he will act may be unerringly inferred ; that if we know the person thoroughly and knew all the inducements that are acting upon him we could foretell his conduct with as much certainty as we predict any physical event," John Stuart Mill.

[illegible] মনুষ্য আমাদিগের নিকট পরিচিত হয় এবং [illegible] তাহার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে [illegible] থাকি, তাহা হইলে, তাহার আচার ব্যবহার [illegible] কার্য্যকলাপের ন্যায় নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা [illegible]।

বস্তুতঃ যে সকল মনুষ্য একেবারে তত্ত্বজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল বিষয় কামনা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদিগের জীবন-গতি নির্ণয় করা তত কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যদি তাহাদিগের হৃদয়স্থিত সর্ব্বপ্রবল আসক্তি সকল নিরূপণ করা যায় এবং কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা তাহাদিগের মন প্রলুব্ধ হইয়া ,বিমোহিত হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবে তাহারা কিরূপে কার্য্য করিবে, কি প্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে, তাহা অনায়াসেই নির্ণীত হইবে। আবার যে সকল তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণমুক্তাত্মা বিষয়বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া স্বর্গীয় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন গতি নির্ণয় করা এতদপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহারা কেবল পরমাত্মার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের বিষয়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই ; এবং তত্ত্বজ্ঞানের আভাসমাত্র অন্তরাত্মাকে সংস্পর্শ করিয়াছে, এই প্রকার বিমিশ্রণ-প্রাপ্ত জীবাত্মার জীবনগতি নির্ণয় করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাদিগের জীবন প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। ইহারা সর্ব্বদাই সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ইহাদিগের কার্য্য কলাপ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করিতে গিয়া ভিন্ন

ভিন্ন শ্রেণীস্থ দার্শনিকগণ নানাবিধ মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু জড়জগতের পদার্থ সকলের গতিসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই প্রকার বিমিশ্রণপ্রাপ্ত জীবনের গতিও নির্ণয় করা যাইতে পারে। কোন জড় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে বিবিধ প্রকার বল দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অত্যল্প প্রতিঘাত-শূন্য পথ উক্ত পদার্থের গতি পথ হয়। সেই প্রকার বিমিশ্রণ-প্রাপ্ত জীবনের গতিপথও জীবন বিশেষের দুর্দ্দম স্পৃহা ও অশাসিত প্রবৃত্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। * কিন্তু বিমিশ্রণযুক্ত জীবনে যে সকল বিবিধ প্রকারে প্রবৃত্তি-উত্তেজক ও নিবৃত্তি প্রদায়ক শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, অগ্রে বৃহৎ মনুষ্য সমাজের সহিত জন বিশেষের জীবনের কি প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অতএব এতৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে মনুষ্য সমাজেরকার্য্য কলাপ যে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তৎপর্য্যালোচন কালে বিমিশ্রণ প্রাপ্ত জীবনের গতিমুখ সম্বন্ধেও সমালোচনা করা যাইবে।

এই অধ্যায়ে উপসংহারে এ বিষয় উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে যে বৃহৎ মনুষ্য সমাজের সহিত প্রত্যেক মানব-জীবনের যে নিগূঢ় বন্ধন রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি না হইলে মানব-জীবনের গতি নির্ণীত হইতে পারে না।

---

* "As in individual animals, inclusive of men, motion ollows lines of least resitance, it is to be inferred that among aggregates of men the like will hold good." Herbert Spencer.

তৃতীয় অধ্যায়।

সামাজিক কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন।

"Step by step the notion of evolution by law is transforming the whole field of our knowledge and opinion. It is not one order of conception which comes under its influence: but it is the whole sphere of our ideas, and with them the whole system of our action and conduct. Not the physical world alone is now the domain of inductive science but the moral, the intellectual, and the spiritual are being added to its empire. *** It was the last task of the astronomer to show eternal change even in the grand order of our solar system. It is the *crown* of philosophy to see immutable law even in the compplex action of human life.

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, অপরিপক্ক জাতীয় জীবন (national life) জন বিশেষের জীবনের ন্যায়, পর্য্যায়ক্রমে বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা প্রৌঢ়াবস্থা, এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং এক একটী মনুষ্যের জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনও অবশেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কি ভারতবর্ষ, কি গ্রীস; কি রোম সমুদয় প্রাচীন রাজ্যের ইতিহাসই এই বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু যে জাতীয় লোকের জাতীয় জীবন অধিকতর পরিমাণে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহারা ক্রমেই উন্নতির সোপানে সমুত্থিত হয়। ক্রমশঃ

উন্নতিই তাহাদের মধ্যে একমাত্র পরিবর্ত্তন। সুতরাং তদ্রূপ জাতীয় জীবনে অমরত্বের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

অতি ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ঠ একটী সামান্য এবং অপরিচিত জনপদ হইতে ভাবী বহুবিস্তীর্ণ চির প্রসিদ্ধ প্রবল পরাক্রান্ত রোম রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। রোমের ইতিহাস পাঠ করিলে বোধ হয়, রোম যেন একটী সদ্যপ্রসূত বালকের ন্যায় ভূমিষ্ট হইয়া কাল সহকারে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইল, এবং তৎপরে সেই যৌবন মদে প্রমত্ত হইয়া তৎকালজ্ঞাত সমুদায় দেশ-প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল। পর্য্যায়ক্রমে যৌবনাবসানে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত মাত্রই যৌবনসুলভ প্রখর তেজস্বিতা ও প্রমত্ততা বিবর্জ্জিত হইল! এবং তখন প্রৌঢ়োচিত প্রশান্ত ভাব ধারণ পূর্ব্বক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি বিষয়ে সমধিক পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, যুদ্ধ কিম্বা রাজ্যলাভ তৃষ্ণা অধিক পরিমাণে পরিত্যাগ করিল। সেই প্রৌঢ়াবস্থা অতিবাহিত হইলে রোম বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্রমে নিস্তেজ হইতে লাগিল। এই শেষাবস্থায় রোমান জাতির আর ভাবী উন্নতির আশা রহিল না। সুতরাং বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম পরাস্থ হইয়া একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাত নিবন্ধন ফল-প্রসবাসমর্থ প্রাচীন বৃক্ষের ন্যায়, রোম সমূলে উৎপাটিত হইলে পর, আবার তাহারই মুলদেশ হইতে স্থানে স্থানে নব জাতীয় বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

প্রাচীন গ্রীস রাজ্যের সমগ্র ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, গ্রীকদিগের জাতীয় জীবনও

যে এইপ্রকার চারিটী অবস্থাতে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে।

আমাদের দেশীয়, প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারিটী যুগ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রমাত্মক সংস্কার প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে, সত্যযুগ জাতীয় জীবনের বাল্যাবস্থা, ত্রেতা-যুগ যৌবনাবস্থা, দ্বাপরযুগ প্রৌঢ়াবস্থা এবং কলিযুগ বৃদ্ধাবস্থা। আর্য্য মহর্ষিগণ এক একটী যুগের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং এক এক যুগে যেরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি প্রচলিত ছিল, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে যে, জাতীয় জীবনের এক একটী অবস্থাই এক একটী যুগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার চারিযুগে এক কল্প পূর্ণ হয়, এবং কল্পান্তে মহা প্রলয় হইয়া পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার যে কথিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, জাতীয় জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে দীর্ঘকালব্যাপি সময়, তাহাকেই কল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে সমাজ বিজ্ঞানের যেরূপ সমালোচনা হইতেছে, সেই প্রকারে আর্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে যে কতক পরিমাণে সমাজ বিজ্ঞানের (Sociology) চর্চ্চা প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যুত সমাজ বিজ্ঞানের মুলসূত্রনিচয় অবলম্বন করিয়াই আর্য্যদার্শনিকগণ যুগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সেই যুগার্থ সম্বন্ধে ভারতবাসী-

দিগের নানাপ্রকার কল্পিত এবং ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে। আর্য্যপণ্ডিতগণের কোন একটী বিষয় শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, তাঁহারা এক একটী ভাবকে কি, অবস্থাকে, কিম্বা বিষয়কে একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। আর্য্যদিগের ব্যাকরণ অধ্যায়ন করিলে দেখা যায়, কতকগুলি সঙ্কেতিক চিহ্ন কিম্বা নাম দ্বারা কতকগুলি বর্ণকে কিম্বা ধাতুকে অভিহিত করিয়া, পরে তদ্দারা সূত্র রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সামাজিক এক একটী অবস্থাকে এক একটী “যুগ” এই নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া তাঁহারা এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাল-প্রচলিত সমাজিক ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

বস্তুতঃ আমরা প্রত্যেক প্রাচীন জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে জাতীয় জীবনের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগের লক্ষণ সকল দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন জাতির আদিম অবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্তের ইতিহাস বিশেষরূপে তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় জীবনই এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট এবং অখণ্ডনীয় নিয়ম দ্বারা চিরকাল পরিশাসিত হইতেছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাসের মধ্যে যে ঐক্যতা রহিয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক দেশীয় লোকের জাতীয় জীবনের সহিত অপর দেশীয় লোকের জাতীয় জীবনের যে সকল বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, সেই সমস্ত

বিভিন্নতার মূল কারণ কেবল স্থান বিশেষের মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ ইত্যাদির বিভিন্নতা মাত্র। মনুষ্য প্রকৃতি সকল দেশে এবং সর্ব্বকালেই এক প্রকার নিয়মাধীন বটে, সুতরাং কেবল বাহ্যিক অবস্থার বিভিন্নতা নিবন্ধন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে অপর কোন প্রকারের বিভিন্নতার বিদ্যমানতা সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক মনুষ্য-প্রকৃতি এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন বলিয়া স্বীকার করিলে, মনুষ্য সমাজের কার্য্য-কলাপ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, তাহা সহজেই স্থিরীকৃত হইবে। কিন্তু মনুষ্য সমাজ কি প্রকারে গঠিত হইয়াছে, এবং সামাজিক উন্নতি এবং অবনতি কি প্রকার নিয়মাধীন, তাহা অগ্রে অবধারণ না করিলে সামাজিক কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতীত হইতে পারে না। অতএব সমাজগঠন সম্বন্ধীয় মূল সূত্রগুলি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সাধারণতঃ কেবল সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপর সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় দুই একটী সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন দ্বারা সামাজিক পরিবর্দ্ধন (social growth by process of evolution) সামাজিক বিশ্লেষণ (theory of social segregation) এবং সামাজিক গতির সাম্যভাব (equilibrium of social movement) এই তিনটী বিষয় ইহার পরিবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে সন্নিবেশিত হইবে।

প্রত্যেক নর-নারী এই বৃহৎ মনুষ্য-সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ। পরমাণু সকল স্বকীয় গতি (molecular motion) বিবর্জ্জিত হইয়া যোগাকর্ষণ দ্বারা একত্রিত হইলে যেমন এক একটী বস্তুর আকার ধারণ করে, সেই প্রকার প্রত্যেক মনুষ্য স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন গতি বিবর্জ্জিত হইয়া পরস্পরের সহিত সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে সমাজ গঠিত হয়। এক একটী পরমাণু যেরূপ স্বকীয় গতি বিবর্জ্জিত না হইলে অপরাপর পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না, প্রত্যেক নর নারীও সেই প্রকার স্বকীয় স্বাধীনগতি বিবর্জ্জিত না হইলে, সামাজিক শৃঙ্খলে গ্রথিত হইতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ পরমাণুর সংযোগ ও বিযোগ সম্বন্ধীয় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম * মনুষ্যগণের সামাজিক সম্মিলন সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমাণু সকল যদ্রূপ স্বকীয় গতি বিবর্জ্জিত হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলেই সংযোগ উৎপন্ন বস্তুর গতি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পৃথিবীর নরনারীগণ আপন আপন স্বতন্ত্র গতি বিবর্জ্জিত হইয়া সামাজিকসূত্রে আবদ্ধ হইলেই সমাজিক গতি-সমষ্টি দ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে। একটী বস্তু অপর একটী বস্তুর সহিত সম্মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকীয় প্রকৃতিগত গতি

---

* "The change from a diffused imperceptible state, to a concentrated perceptible state, is an integration of matter and concomitant dissipation of motion ; and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused, imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant disintegration of matter"—*Herbert Spencer,*

অনুসারে কার্য্য করে। কিন্তু অপর পদার্থের সহিত একত্রিত হইবামাত্রই স্বকীয় ধর্ম্ম ও গতি বিবর্জ্জিত হইয়া সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের গতি ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। হাইড্রজন এবং অক্সিজন গ্যাসের সম্মিলনদ্বারা জল উৎপাদন হয়। কিন্তু জলের মধ্যে হাইড্রজন কিম্বা অক্সিজনের গুণ ও ধর্ম্ম পৃথকরূপে আর অবস্থিতি করে না। অক্সিজন এবং হাইড্রজন উভয়ে মিলিত হইয়া নূতন প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যগণও নানাবিধ সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপন আপন স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া এক প্রকার জীবন গতি লাভ করে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ হইবামাত্রই তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; এবং তদ্রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন নিবন্ধন জীবন গতি রূপান্তরিত হইয়া যায়। যুবক অপরিনীত অবস্থায় কেবল নিজের সুখসচ্ছন্দতা সম্বন্ধীয় চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে; কিন্তু উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবামাত্রই, তাহার নিজের সুখ শান্তির চিন্তার সহিত তাহার সহধর্ম্মিনীর সুখ শান্তির চিন্তা আসিয়া সম্মিলিত হয়, সুতরাং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী জীবনগতির রূপান্তর যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রত্যেক নরনারীর সামাজিক সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, তাহার জীবনগতিও সেই পরিমাণে মিশ্রভাব ও জটিলতা প্রাপ্ত হয়। এবং অবশেষে সামাজিক গতিই তাহার জীবনের একমাত্র গতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মানবগণের সম্মিলন দ্বারা সমাজ গঠিত হয়, কিন্তু সমাজ গঠিত হইলে পর প্রত্যেক নরনারীর জীবন তৎকাল-প্রচলিত সামা-

ন্ত্রিক গতিকেই আশ্রয় করে। নদীর জল সমুদ্রে নিপতিত হইলে সমুদ্র জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেরূপ একাকার হইয়া যায়, সেই প্রকার প্রত্যেক নরনারী মনুষ্যসমুদ্রস্বরূপ এই বৃহৎ মনুষ্যসমাজে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই স্বাধীন জীবন গতি বিবর্জ্জিত হইয়া মানসিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমাজ-যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। একটী জড় পদার্থ অপর একটী জড়পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকার হইলে উভয়ের পূর্ব্বাকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। উভয়ে মিলিত হইয়া এক নূতন আকার ধারণ করে। কিন্তু মানবমণ্ডলির সম্মিলন দ্বারা সমাজ গঠিত হইলে, তাহাদের প্রত্যেকের বাহ্যিক আকৃতির রূপান্তরিত না হইলেও, তাহাদের পরস্পরের মানসিক গতি মধ্যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, এবং সেই সংযোগ-উৎপন্ন গতি প্রত্যেকের জীবন শাসন করিতে থাকে।

এক একটী পরমাণু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা নির্ণয় করা যেরূপ আমাদিগের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, সেই প্রকার সামাজিক ভাবশূন্য মানব প্রকৃতি কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক একটী জড় পদার্থকে আমরা পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু জড় পদার্থ হইতে এক একটী পরমাণু তুলিয়া লইতে পারি না। মনুষ্য-সমাজ হইতেও এক একটী নর নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনগতি নির্ণয় করা যায় না। প্রত্যেক নর নারী মনুষ্য সমাজের মধ্যে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সামাজিক ভাব পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া, আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ভাববিবর্জ্জিত

এবং স্বতন্ত্র গতি-প্রাপ্ত নর নারী মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে পর যদি অপর কোন মনুষ্যের সহিত তাহার সংসর্গ না হয়, তত্রাচ তাহার জননীর সম্বন্ধে তাহার মনোমধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হইয়া থাকে, সেই সকল ভাব নিবন্ধন তাহার জীবন-গতি মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয়। সৌরজগতে যেরূপ গ্রহ, উপগ্রহ পরস্পর আকর্ষণসূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ এক একটী মানব প্রকৃতি অপরাপর মানব প্রকৃতির সহিত মানসিক আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যের প্রকৃতিগত গতি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ না করিয়া তাহাকে সমাজ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যেও নানাবিধ সামাজিক বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক বন্ধন কখন যোগাকর্ষণের (attraction of cohesion) এবং কখন মাধ্যাকর্ষণের (attraction of gravitation) ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যোগাকর্ষণ শক্তির ন্যূনাতিশয্য প্রযুক্ত বস্তু কোমল কিম্বা কঠিন হইয়া থাকে। বহির্জগতে আমরা যত প্রকার জড় পদার্থ দর্শন করি, তন্মধ্যে কতকগুলি অতিশয় কঠিন,—যথা ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি, এবং কতকগুলি নিতান্ত কোমল—যথা কর্দ্দম, জল, বায়ু ইত্যাদি। কিন্তু প্রস্তর মধ্যে যোগাকর্ষণের আতিশয্য প্রযুক্ত তাহা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে; পক্ষান্তরে কর্দ্দম কিম্বা জল ইত্যাদির মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তির ন্যূনতা প্রযুক্ত তাহা এতাদৃশ কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অসভ্য জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তাভাবে তাহা-

দিগের মধ্যের সমাজ বন্ধন কোমল পদার্থের ন্যায় সহজেই বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সভ্যজাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তাহাদের সমাজস্থ প্রত্যেক নর নারীর জীবনগতি পরস্পরের সহিত একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়ে, এবং সেই প্রকার সমাজ সহজে অন্য সমাজ-সংঘর্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

আকর্ষণ, শক্তি ও গতি প্রভৃতির কার্য্য যে; কেবল জড়পদার্থের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়,তাহা নহে; সামাজিক কার্য্য কলাপের মধ্যেও আমরা নানাবিধ শক্তির কার্য্য এবং গতির রূপান্তর নিয়তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই বিশ্বজগতে যে কোন পরিবর্ত্তন আমরা দর্শন করি, তাহার মূল কারণ যে কোন না কোন প্রকারের শক্তি তাহা কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।* কোন বিষয়, ঘটনা, কি অবস্থার কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে কোন প্রকারের শক্তিই তাহার মূল কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। শক্তি ভিন্ন কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। কিন্তু শক্তির মূল কারণ কি তাহা নির্দ্ধারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। বস্তুতঃ শক্তির মূল কারণ আমাদিগেয় অজ্ঞেয় এবং অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তাই সকল শক্তির মূল কারণ এবং

---

* “We come down then finally to *force*, as the ultimate of ultimates. Though Space, Matter, and Motion are apparently all necessary data of intelligence, yet a psychological analysis shows us that these are either built up of, or abstra-

মূল শক্তি। কি সজীব, কি নির্জ্জীব, সকল পদার্থই সেই একমাত্র মূল শক্তি হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। শক্তিকে অনির্দ্দিষ্ট কারণসম্ভূত নির্দ্দিষ্ট ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; (the conditioned effect of the unconditioned cause) কিন্তু শক্তির মূল কারণ আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত হইলেও শক্তির কার্য্যকলাপ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও ফলাফলের শৃঙ্খলা সততই লক্ষিত হইতেছে। শক্তি ভিন্ন কোন গতি উৎপন্ন হয় না, এবং গতিও শক্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগতের সকল বিষয়ের মধ্যে নানাবিধ বিরুদ্ধ শক্তি (Antagonistic forces) অবস্থিতি করিয়া বিবিধ প্রকারের গতি উৎপাদন করিতেছে। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, গত্যুৎপাদন সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম সকল কেবল জড়জগতের কার্য্যকলাপেই প্রযোজ্য। কিন্তু মানব জাতির

---

cted from, 'experiences of *force*. Space and Time, as we know them, are disclosed along with those different manifestations of Force as the conditions under which they are presented. Matter and Motion are concretes built up from the contents of various mental relations; while Space and Time are abstracts of the forms of these various relations. Deeper down than these. however. are the primordial experiences of Force, which, as occurring in consciousness in different combinations, supply at once the mateials whence the forms of relations are generalized, and the related objects built up."
Herbert Spencer.

সমগ্র ইতিহাস সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সম্পুর্ণরূপ গতি সম্বন্ধীয় নিয়মাধীন রহিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তিদ্বারা কোন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আকৃষ্ট হইলে অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট পথে (Line of least resistance) সেই বস্তু গমন করিতে থাকে, অর্থাৎ অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট পথই সেই বস্তুর গতিমার্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সামাজিক কার্য্যকলাপের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। সমাজের মধ্যে যদি নানাবিধ বিরুদ্ধ অবস্থাসম্ভূত বিবিধ প্রকারের শক্তি এক স্থানে এক সময়ে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতীয় জীবন অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট স্থানেই কেবল পরিবর্দ্ধিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার উদাহরণার্থ আমরা একটী সাধারণ সামাজিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক জাতীয় সমাজেই আত্মরক্ষার ইচ্ছা এবং বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছা যার পর নাই প্রবল। সুতরাং আত্মরক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছারূপ শক্তি দ্বারা জাতীয় জীবন আকৃষ্ট হইতেছে এবং তদ্দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে সমাজস্থ সকল নরনারীর শক্তি সমষ্টি তৎসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আত্মরক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত উৎপাদক শক্তিস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, দূষিত বায়ু, যুদ্ধ এবং সংক্রামক রোগ প্রভৃতি বিরুদ্ধ দিক্ হইতে জাতীয় জীবনকে হ্রাসেরদিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই স্থানে দুইটী বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা জাতীয় জীবন আকৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট পথ ভিন্ন জাতীয় জীবনের অপর কোন গমন পথ নাই। অর্থাৎ দেশের যে যে স্থানে দূষিত বায়ু, দুর্ভিক্ষ,

যুদ্ধ এবং সংক্রামক রোগের শক্তি অত্যল্প রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত স্থানে আত্মরক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছাসম্ভূত শক্তি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। *

বস্তুতঃ আমরা জড় জগতের পরিবর্ত্তনের মধ্যে গতি সম্বন্ধীয় যত প্রকার নিয়ম দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শক্তি, আকর্ষণ এবং গতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ কার্য্য কি বহির্জগত, কি অন্তজগত, সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বাদ্য যন্ত্রের তালের মধ্যে যদ্রূপ পরিমাতব্য সময়ান্তরে পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়, তদনুরূপ কোন কোন প্রকারের সামাজিক পরিবর্ত্তন পরিমেয় সময়ান্তরে বারম্বার ঘটিয়া থাকে। গতি সম্বন্ধীয় ঈদৃশ পরিমেয় সময়ান্তর ঘটনীয় কার্য্যকে (Rhythm of motion) অর্থাৎ গতির তাল বলা যাইতে পারে। সামাজিক ঘটনার মধ্যেও গতির রিথ্‌ম কিম্বা তাল সততই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কোন কোন অসভ্য জাতি এক স্থানে

---

* Thus when we contemplate a society as an organism, and observe the direction of its growth we find this direction to be that in which the average of opposing forces is the least. Its units have energies to be expended in self-maintenance and reproduction. These energies are met by various environing energies that are antagonistic to them—those of geological origin, those of climate, of wild animals, of other human races with whom they are at enmity or in competition. And the tracts the society spreads, are those in which there is the smallest total antagonism."—*Herbert Spencer.*

দুই তিন বৎসর বাস করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন এক স্থানে বাস করিতে থাকে। আবার ঠিক দুই তিন বৎসর পরে সেই নূতন আবাস ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে চলিয়া যায়। তথা হইতে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে চতুর্থ এক স্থানে চলিয়া যায়, এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে এক একটী স্থান পরিবর্ত্তনের মধ্যে গতির রিথ্‌ম কিম্বা তাল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাগুপ্ত অসভ্য জাতীয় লোকেরা প্রথমতঃ যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানোৎপন্ন আহারীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা তাহাদিগকে (লোক সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন) সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। এই প্রকারে এক একটী নূতন স্থানের আহারীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা নিবন্ধন তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং নূতন আবাস ভূমি গ্রহণ ও পরিত্যাগের মধ্যে পরিমেয় সাময়ন্তরিক কার্য্য ও প্রতিকার্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু দেশীয় আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে গতির রিথ্‌ম কিম্বা তাল বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য সমাজের আদিমাবস্থায় বিনিময় কার্য্য (Exchange) সাম্বৎসরিক কিম্বা ষাণ্মাষিক মেলা উপলক্ষে সম্পন্ন হইত। কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে সামাজিক বন্ধন যত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বিনিময় কার্য্য সম্পাদনার্থ সপ্তাহে সপ্তাহে তত হাট বাজার বসিতে লাগিল। তৎপরে উন্নত সামাজিক অবস্থায় বিনিময় কার্য্যের সুবিধার্থ দৈনিক বাজারের আবশ্যক হইয়া উঠিল। এতদ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, লোকের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তির,

ইচ্ছা, একটী শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া, যে পরিমাণে গত্যুৎপাদন করিবে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব মোচন ইচ্ছার কার্য্য ঠিক সেই পরিমাণে শক্তি সঞ্চালন পূর্ব্বক, মনুষ্য সমাজের গতির মধ্যে রিথ্ম কিম্বা তাল সংস্থাপন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

We have become quite familiar with the idea of an evolution of structure throughout the ascending types of animals. To a considerable degree we have become quite familiar with the thoughts that an evolution of functions has gone on *pari pasu* with the evolution of structures. Now advancing a step, we have to frame a conception of the evolution of conduct as correlated with the evolutions of structures and functions.—*Herbert Spencer's Data of Ethics.*

বিশাল বিশ্বসংসার মধ্যে—কি জড়জগতে, কি প্রাণিজগতে, কি নৈতিক জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে—সর্ব্বত্রই বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ (Evolution) এবং পরিবর্ত্তন সম্ভূত-বিলয় (Dissolution) পরিলক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিশয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু কিম্বা পরমাণু সমূহ, স্বকীয় আভ্যন্তরিক

গতি অথবা পরমাণব গতি বিসর্জ্জন নিবন্ধন, প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া, সংযোগাবদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়গম্য স্থূলাকৃতি ধারণ করিলে, প্রাগুক্ত বস্তু কিম্বা পরমাণুর ঈদৃশ পরিবর্ত্তনকে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ বলা যায়। কিন্তু পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গম্য স্থূলাকার এবং সংযোগাবদ্ধ বস্তুর পরমাণু কিম্বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল, আভ্যন্তরিক গতি অথবা পারমাণব গতি-প্রাপ্তি-নিবন্ধন, প্রক্ষিপ্ত এবং সংযোগ-রহিত হইয়া নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বস্তুর এবম্বিধ পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন-সম্ভূত বিলয় বলা যায়।

কিন্তু এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত যে, বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ ও পরিবর্ত্তন-সম্ভূত-বিলয়, এই দুইটী বিষয় কেবল আংশিক রূপে ব্যাখ্যা করা হইল। এই দুইটী বিষয় পাঠকগণের সহজে উপলব্ধি হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ইহাদের জটিল ভাগ পরিত্যাগ করা হইল,এবং পূর্ণাবয়বসম্পন্ন এবং সর্ব্ব-লক্ষণ-সংযুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিতে কোন চেষ্টা করা হইল না। পারমাণব-গতি অথবা স্বকীয় গতি বিসর্জ্জন দ্বারা যে বস্তুর সংযোগ হয়, এবং প্রাগুক্ত গতি গ্রহণ দ্বারা বস্তুর বিয়োগ হয়, বিকাশ ও বিলয়ের এই অংশটী কেবল এই স্থানে উল্লিখিত হইল। বিবর্ত্তন নিবন্ধন-বিকাশের এবং পরিবর্ত্তন-সম্ভূত বিলয়ের অপরাপর লক্ষণ ও কার্য্য যথাস্থানে উল্লিখিত হইবেক।

অগ্নিদ্বারা কোন বস্তু দগ্ধ করিলে তাহার আকৃতি বিলুপ্ত হয়; কিন্তু তাহার একটী পরমাণুও বিনষ্ট হয় না। অগ্নি,

সংযোগে বস্তুর পরমাণু সকল পারমাণব গতি প্রাপ্ত হয়। এবং সেই পারমাণব গতির আতিশয্য প্রযুক্তই পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ পারমাণব গতিকেই molecular motion মলিকিউলার গতি অর্থাৎ উত্তাপ (heat) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুত পরিমাণব গতি এবং উত্তাপ এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না

এক একটী পরমাণু যেরূপ জড়পদার্থের এক একটী অবিভাজ্য অংশ, সেই প্রকার এক একটি নর-নারী সমাজ-যন্ত্রের এক একটী অবিভাজ্য অংশ স্বরূপ। জড় পদার্থের পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক নর নারীর জীবনেও পারমাণব গতির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। এবং সেই পারমাণব গতির আতিশয্যপ্রযুক্তই সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। আবার জড়জগতস্থ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু স্বীয় স্বীয় আভ্যন্তরিক গতিবিবর্জ্জিত না হইলে একটী অপরের সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি, কি সম্প্রদায়, স্বীয় স্বীয় আভ্যন্তরিক গতি পরিত্যাগ না করিলে পরস্পর মিলিত হইয়া এক জাতি হইতে পারে না। পরমাণব গতির হ্রাস দ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সংস্থাপিত হয়।

আমরা জড় জগতের মধ্যে, অতি সূক্ষ্মবালুকণা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত কিছু বস্তু নিরীক্ষণ করি, তৎসমুদায়ের প্রত্যেকের মধ্য হইতে উত্তাপ নির্গত হইয়া অপরাপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এবং পক্ষান্তরে আবার প্রত্যেক বস্তুই অপরাপর

বস্তু হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে *। উত্তাপ বিসর্জ্জন দ্বারা বস্তুর পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের মধ্যস্থিত সংযোগ সুদৃঢ় হয়, এবং উত্তাপ গ্রহণ দ্বারা বস্তুর যোগাকর্ষণ শিথিল হয় এবং অতি কঠিন বস্তু সকলও তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জড়জগতে ঈদৃশ উত্তাপ উদ্গীরণ এবং উত্তাপ-গ্রহণক্রিয়া নিবন্ধন নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু জড়জগতের পরিবর্ত্তনের ন্যায় জাতীয় জীবনের মধ্যে কিম্বা বৃহৎ মনুষ্যসমাজ মধ্যেও পারমাণব গতি বিসর্জ্জন ও গ্রহণ নিবন্ধন অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

জড়জগতে যেরূপ বায়ব পদার্থ (Gascous substance) মধ্যে সমধিক পারমাণব গতির অবস্থিতি অনুভূত হয়, সেই প্রকার সর্ব্বতোভাবে জাতীয় একতাশূন্য আদিম অসভ্য জাতীর প্রত্যেক নর নারীর জীবনে স্বাতন্ত্র্য ভাবের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত অসভ্য-জাতীয় প্রত্যেক নর নারী, শুদ্ধ কেবল স্বস্ব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, পরস্পরের সহিত নিঃসংশ্রব ভাবে অরণ্যে আহারান্বেষণার্থ বিচরণ করিয়া থাকে। আপন আপন উদর নিবৃত্তির চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা নাই, এবং আত্মরক্ষা ভিন্ন জীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই প্রকার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-ভাব-

---

*Every mass from a grain of sand to a planet, radiates heat to other masses; and absorbs heat radiated by other masses; and in so far as it does the one it becomes integrated, while in so far it does the other it becomes disintegrated." *Herbert Spencer's Fist principle.*

পূর্ণ আত্মসুখ চিন্তা এবং আত্মসুখান্বেষণ মানবজীবনে যে গতি প্রদান করে,তাহাকেই জীবনের পারমাণব গতি বলা যায়।—

আবার জড়জগতে বায়ব পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ (liquid) মধ্যে যেরূপ অপেক্ষাকৃত পারমাণব গতির ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকার অপেক্ষাকৃত সমুন্নত অসভ্য-জাতীয় লোকদিগের জীবনে পারমাণব-গতির কিঞ্চিৎ হ্রাস দেখা যায়। যে সকল অপেক্ষাকৃত সমুন্নত অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি এবং কৃষিকার্য্য ইত্যাদি প্রচলিত আছে, তাহারা শুদ্ধ কেবল আপন উদর পূর্ণ করিবার চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাহাদিগের আত্মসুখ চিন্তার সহিত আপন আপন স্ত্রী পুত্রের সুখ চিন্তা মিশ্রিত হইয়া তাহাদের জীবনে পরিবর্ত্তিত গতি উৎপাদন করে। ইহাদিগের জীবনে বিশুদ্ধ পারমাণবগতি লক্ষিত হয় না। এই প্রকারে মনুষ্য ক্রমে ক্রমে যতই প্রক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে সংযোগাবদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যতই অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের জীবনের পারমাণবগতি হ্রাস হইতে থাকে; এবং তন্নিবন্ধন ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়। জাতীয় একতা এবং সামাজিক-বন্ধন সম্ভূত জীবন গতিকেই বিবর্ত্তন-বিকশিত জীবনগতি বলা যায়।

কিন্তু পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন এবং গ্রহণ সম্বন্ধীয় দুই একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ না করিলে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবেক না। অতএব প্রথমতঃ পরমাণব-গতি বিসর্জ্জন দ্বারা যেরূপে জগতের ভিন্ন ভিন্ন অসভ্য

জাতির মধ্যে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহারই দুই একটী উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি।

উত্তর ইউরোপের কোন এক শ্রেণীস্থ বর্ব্বর জাতির মধ্যে ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ভক্ষ্য দ্রব্যের অপ্রচুরতা প্রযুক্ত তাহারা নিকটস্থ জাতিকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু জাতীয় সমুদয় লোক দলবদ্ধ না হইলে অপর জাতিকে আক্রমণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনানুরোধে তাহাদিগকে সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইতে হইত। কিন্তু সামাজিক সংযোগ-বিবর্জ্জিত বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন অসভ্যদিগকে দলবদ্ধ হইতে হইলে, অগ্রে তাহাদিগকে আপন আপন জীবনের পরমাণবগতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, দলপতি কি সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, এবং এই প্রকার দলবদ্ধ হইবার উদ্যোগই, অসভ্যদিগের জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পারমাণব-গতি বিদূরিত করিয়া, তাহাদিগরে মধ্যে জাতীয় একতা ক্রমে সংস্থাপন করিয়াছিল।

আবার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া আক্রান্ত জাতিও আপনাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টাকরিত. এবং তদ্রূপ দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিত। এই প্রকারে, আদিম অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের পারস্পরিক আক্রমণই জাতীয় একতার সূত্রপাত করিয়াছিল।

কিন্তু জনবিশেষের জীবনের পারমাণব গতি বিসর্জ্জন দ্বারা যেরূপ জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, পক্ষান্তরে আবার চির-প্রতিষ্ঠিত অতি সুসভ্য সমাজস্থ লোকের জীবনে পারমাণব গতি প্রবিষ্ট হইলে, সেই পরমাণব গতির আতিশয্য প্রযুক্ত

অনতিবিলম্বে সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রোমানজাতির শয়াবস্থাই ইহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল। জনবিশেষের জীবনের পরমাণব-গতির আতিশয্য প্রযুক্ত সুগঠিত রোমীয় সমাজযন্ত্র অত্যল্প কালমধ্যে শ্রী ও সৌষ্ঠববিহীন হইয়া, বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন গতি-বিশিষ্ট লোক সমষ্টির সম্মিলনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। রোমান জাতির মধ্যে যে সময়ে ঘোর স্বার্থপরতা ও বিলাস-প্রিয়তার ভাব প্রবেশ করিল, যখন প্রত্যেক নর নারী আত্ম-সুখান্বেষণে প্রমত্ত হইয়া জীবনের পারমাণব গতি দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল, যখন প্রভুত্ব-লাভ ইচ্ছা প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয় হইতে স্বদেশানুরাগ এবং ত্যাগ স্বীকারের ভাব একেবারে বিদূরিত করিল, যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার এবং পরাক্রমশালীর অযথোচিত তোষামদ জাতীয় ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইল, যখন পূর্ব্বকালীয় বীরত্বের পরিবর্ত্তে ভীরুতা, শূরত্বের পরিবর্ত্তে কাপুরুষতা, দয়ার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা, কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা, বন্ধুতার পরিবর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা রোমীয় নর-নারীর জীবনে সমুপস্থিত হইয়াছিল, যখন ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত নারীজাতির হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম যোগাকর্ষণ স্বরূপ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত প্রদত্ত হইল, সেই সময়ে রোমান জাতির সামাজিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং দীর্ঘকালব্যাপি-বিবর্ত্তন-বিকসিত সমাজ যন্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া, প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার রাশীকৃত স্তুপাকার ইষ্টক খণ্ডের ন্যায়, রোমীয় সামাজভুক্ত জনসমষ্টির জীবন প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণও জনবিশেষের জীবনের পারমাণব গতির আতিশয্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সমুদায় পৃথিবীর পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপা, বীরপ্রসবিনী, রত্নগর্ভা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধনরত্নে পরিপূর্ণা,সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্র সমালঙ্কৃতা, পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণের এবং ধর্ম্মাত্মা প্রজাবৎসল রাজগণের আবাসভূমি, স্বর্গতুল্যা প্রাচীন ভারত ভূমি বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ নর পিশাচে পরিপূর্ণ হইয়া নরকের ন্যায় কেন প্রতীয়মান হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভারতবাসী নর-নারীর জীবনের পারমাণব-গতির আতিশয্যই ইহার একমাত্র মূল কারণ। সহস্রাধিক বৎসর-ব্যাপী বিবর্ত্তন (Evolution) দ্বারা যেরূপ ত্যাগ স্বীকারের ভাব, এবং সত্যানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ ও লোকানুরাগের ভাব রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্ম প্রভৃতির জীবনে বিকসিত হইয়াছিল, কালের কুটিলগতি দ্বারা মুসলমানদিগের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তৎসমুদায় একেবারে বিলুপ্ত হইল। এবং তখন সেই সকল সৎগুণের পরিবর্ত্তে ভারতভূমি ঘোর বিলাসের আবাস স্থান হইল। তৎকালীয় বিলাসপ্রিয়তা এবং ভোগইচ্ছাই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল। ক্ষত্রিয়দিগের পুরুষ পরম্পরা পদ্ধতি অনুসারে যে ব্যায়াম ও অস্ত্র-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ভারতের শেষাবস্থায় একেবারে রহিত হইল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রথা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। সুতরাং ক্ষত্রিয় তরুনগণ যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রকার আত্মনিগ্রহ ও শরীর সঞ্চালন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব বিলাস ভবনে

দুগ্ধফেননিভ শয্যোপরি শত শত সুকুমারী কামিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ বিলাসপ্রিয়তাই ঘোর স্বার্থপরতার ভাব দেশের মধ্যে আনয়ন করিল; এবং ভারতের নর নারী স্বার্থপরতা নিবন্ধন পশুজীবন লাভ করিয়া কেবল ভোগ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন। পুরাকালে যে সকল ক্ষত্রিয় সন্তানগণ সত্যব্রত এবং প্রতিজ্ঞাপালন জন্য প্রফুল্ল হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন, তাহাদিগের বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গারগণ ভারতের শেষাবস্থায় জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা দ্বারাই পরিচালিত হইতে লাগিলেন। স্বার্থপরতা এবং আত্ম-সুখ-চিন্তাই মানব জীবনের পরিমাণব-গতির উৎপাদক শক্তি, সুতরাং ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ যে, জন বিশেষের জীবনের পারমাণব গতির আতিশয্য তাহা এক্ষণে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের যেরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এবং সর্ব্ব লক্ষণ সংযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। শুদ্ধ কেবল পারমাণব গতি বিসর্জ্জন দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ কিম্বা পরমাণু সকল সংযুক্ত হইলেই যে তাহারা বিবর্ত্তিত হইয়া বিকসিত হয় তাহা নহে। বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের সংজ্ঞা সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য এই স্থানে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জড় পদার্থ কি পরমাণু সমূহের

কেবল বাহ্যিক সংযোগ হইলেই যে তাহারা বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হয়, এই রূপ বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন উপলখণ্ড যদি একত্র করিয়া এক স্থানে স্তূপাকারে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে বস্তুর ঈদৃশ সম্মিলন দ্বারা উপলখণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হয় না।

যদি বস্তুর সূক্ষ্মাংশ কিম্বা পরমাণুসমূহ স্বকীয় পারমাণব গতি অথবা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর, প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্রূপ সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি-নিবন্ধন যদি সংযোগ-প্রাপ্ত প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, অন্যান্য যে সকল পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন যদি সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু পূর্ব্বের অসংযুক্ত অবস্থা-সম্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার সংযুক্ত বস্তুর মধ্যস্থিত প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকেই যে বিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকারে বিকশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে। *

---

* "Along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous to a heterogeneous state, The components of the Mass while they become integrated also become differentiated" Herbert Spencer.

মানব জীবনের কার্য্য কলাপ, তাহাদের চিন্তা, তাহাদের নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ভাষার উন্নতি সমুদায়ের মধ্যেই ঈদৃশ বিবর্ত্তন নিবন্ধন-বিকাশের স্রোত অবিশ্রান্ত এবং অনিবার্য্যরূপে প্রবাহিত হইতেছে।

আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বয়ং আপনার বস্ত্র নির্ম্মাণ করিত, স্বয়ং আপনার ভক্ষ্য বস্তু সমুদয় আহরণ করিত, স্বয়ং আপনার ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র, শস্ত্র, নির্ম্মাণ করিত। তখন কোন বিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল না। জীবন ধারণার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তন্তুবায়ের কার্য্য, রজকের কার্য্য, ধীবরের কার্য্য, শিল্পীর কার্য্য, ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার কার্য্যই করিতে হইত। কিন্তু শ্রমবিভাগ (Division of labour) পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে পর, প্রত্যেক মনুষ্য সমাজস্থ অপরাপর লোকের নির্ম্মিত বস্তু সকল সম্ভোগ করিতেছে। তন্তুবায় কৃষকের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, এবং কৃষক তন্তুবায়ের আহারোপযোগী শস্য উৎপাদন করিতেছে। রজক সকলের বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে, এবং রজকের জীবন ধারণার্থ যেযে বস্তু প্রয়োজন, তাহা সমাজস্থ অপরাপর লোকেরা প্রস্তুত করিতেছে। ধীবর সকলের জন্য মৎস্য আহরণ করিতেছে, কিন্তু ধীবরের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারোপযোগী বস্তু, কৃষক, শিল্পী, তন্তুবায়, রজক, কর্ম্মকার ইত্যাদি অপরাপর ব্যবসায়ী লোকেরা অযাচিতরূপে সংগ্রহ করিতেছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় এক খানি কোদালি প্রস্তুত করিতে হয়ত কোন ব্যক্তির বহু পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইত, কিন্তু এইক্ষণ এক ঘণ্টার মধ্যে তাহা প্রস্তুত হইতে পারে।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং পিতা পিতামহের উপার্জ্জিত অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, স্বদেশ মুখোজ্জ্বলকারী বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীর বিলাসপ্রিয় (সুতরাং অলস স্বভাবসম্পন্ন) সন্তান অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে বিলাসভবনে বসিয়া স্বর্ণ বিনির্ম্মিত হুকায় অবিশ্রান্ত তাম্রকূট-সেবন করিতেছেন, অথচ দেশ দেশান্তরের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোক তাঁহার জীবন ধারণার্থ প্রয়োজনীয় বস্তু সকল তাঁহাকে আনিয়া দিতেছে। ম্যানচেষ্টারের তন্তুবায়গণ ইংলণ্ডে বসিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ শিল্পিগণ তাঁহার শরীর ও গৃহকে সুসজ্জিত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে। রজক তাঁহার বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে, সূত্রধর তাঁহার জন্য সুন্দর কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিতেছে; কৃষক তাঁহার আহারের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত করিতেছে, ধীবর তাঁহার জন্য মৎস্য আহরণ করিতেছে, সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ী লোকেরা তাঁহার অকাল মৃত্যুর অব্যর্থ উপায় সংঘটন করিতেছে এবং অনেকানেক বাঙ্গালা নাটক রচয়িতা তাঁহার জঘন্য রুচি উৎপাদন জন্য শত শত পুস্তক লিখিতেছেন। এই প্রকারে তিনি, পিতা পিতামহের বিগত কালের পরিশ্রমের বিনিময়ে, জগতস্থ সকল লোকের জ্ঞান ও পরিশ্রমোৎপন্ন ভাল মন্দ সর্ব্ব প্রকার ফল সম্ভোগ করিতেছেন। কিন্তু ঈদৃশ শ্রম-বিভাগ (Division of labour) পদ্ধতির প্রবর্ত্তন দ্বারা নর নারীর জীবন যে বিবর্ত্তন-বিকশিত গতিকে আশ্রয় করিল তাহা বোধ হয় এইক্ষণে সহজেই উপলব্ধি হইবেক। পরমাণু

সমূহ পারমাণব গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের গুণ ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে ঈদৃশ পরিবর্ত্তনকে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ বলা যায়। কিন্তু শ্রম-বিভাগ পদ্ধতির মধ্যেও এতাদৃশ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এক জাতীয় প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন জীবনের পারমাণব গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এক সমাজস্থ হইল; এবং তন্নিবন্ধন প্রত্যেকের জ্ঞান ও পরিশ্রমের ফল অপরাপর প্রত্যেকে ভোগ করিতে সমর্থ হইল। শ্রমবিভাগ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বহস্তে কৃষকের কার্য্য, রজকের কার্য্য এবং তন্তুবায়ের কার্য্য করিতে হইত, কিন্তু শ্রমবিভাগ পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়াই কবি আপন গৃহে বসিয়া কল্পনা দেবীর অর্চ্চনা করিতেছেন, কৃষক ক্ষেত্রে বসিয়া দিবা রাত্র পরিশ্রম পূর্ব্বক তাঁহার আহারার্থ শস্য সঞ্চয় করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতনাকারে বিকশিত হইল। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, "নদীর জল সমুদ্র জলের সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ এক হইয়া যায়, সেই প্রকার প্রত্যেক নর নারী মনুষ্য-সমুদ্র স্বরূপ এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজে প্রবিষ্ট হইবামাত্র স্বতন্ত্র জীবনগতি বিবর্জ্জিত হইয়া জীবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমাজ যন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়।" এইক্ষণ বোধ হয় সহজেই উপলব্ধি হইবেক যে, আমরা প্রত্যেকেই এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজের একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; সুতরাং শরীরের কোন একটী অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইলে তদ্বারা যেরূপ সমুদায় শরীরের অপকার হয়, সেই প্রকার সমাজের কোন এক ব্যক্তির

জীবন দূষিত হইলে তদ্দারা অপরাপর সকল লোকেরই অনিষ্ট হইতে পারে।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের অপর দুই একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। বিবর্ত্তন-নিবন্ধনবিকাশের শেষোক্ত সংজ্ঞাটীও পূর্ণাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা প্রথমতঃ বলিয়াছি যে, পরমাণু কিম্বা অংশ সকল স্বকীয় পারমাণবগতি কিম্বা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর সংযোগবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে রূপান্তরিতাবস্থায় বিকশিত হইতে থাকে। তৎপরে কথিত হইয়াছে যে, সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি-নিবন্ধন যদি সংযোগ-প্রাপ্ত প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, অন্যান্য যে সমস্ত পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন সংযোগ, উৎপন্ন পদার্থের কিম্বা বিষয়ের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পূর্ব্বস্থিত একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়; তবেই তাহারা যে বিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তরে বিকশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু সকলের মধ্যে এবম্বিধ পারস্পরিক প্রকৃতি ও গুণের বিনিময় দ্বারা যে আর একটী নূতন প্রকারের পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হইতে থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হয় নাই। অর্থাৎ পরমাণু কিম্বা অংশ সকল পারমাণব কিম্বা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর সংযোগাবস্থা

প্রাপ্ত হইলে, একদিকে যেরূপ তাহাদিগের মধ্যে পারস্পরিক প্রকৃতি ও গুণের বিনিময় হয়, অপর দিকে আবার তাহারা অনির্দ্দিষ্টাবস্থা (indefinite condition) হইতে নির্দ্দিষ্টাবস্থা (definite condition) এবং বিশৃঙ্খলাবস্থা হইতে শ্রেণীবদ্ধাবস্থা (from confusion to order) ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইতে থাকে। *

বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের এই অঙ্গটী এবং তৎসম্বন্ধীয় অপর দুই একটী বিষয় আমাদিগের প্রদত্ত শেষোক্ত সংজ্ঞাতেও উল্লিখিত হয় নাই। শেষোক্ত সংজ্ঞাতে এই সকল বিষয় উল্লেখ না করিবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের এক একটী অঙ্গ উদাহরণ দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত না হইলে তাহার জটিল সংজ্ঞা ‡ পাঠকদিগের কখনও হৃদ্বোধ হইবেক না।

সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ সংযোগ-প্রাপ্তি নিবন্ধন পরস্পরের প্রকৃতি ও

---

* "At the same time that Evolution is a change from the homogeneous to the heterogeneous, it is a change from the Indefinite to the Definite. Along with an advance from simplicity to complexity, there is an advance from confusion to order—from undetermined arrangement to determined arrangement" Herbert Spencer.

‡ "Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion ; durring which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite. coherent heterogeneity ; and durring which the retained motion undergoes a parallel transfromation." Hbrbert Spencer.

গুণসম্ভূত ফলাফল প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই রূপান্তরিত গতি ও শক্তি লাভ করে। গতি ও শক্তির পরিবর্ত্তন ভিন্ন তাহাদের কথনও বিনাশ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের মধ্যস্থিত সেই রূপান্তরিত গতি ও শক্তি তাহাদিগের প্রত্যেককেই প্রকৃতির সমতা ও বৈষম্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপন করিতে থাকে। অর্থাৎ সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট পরমাণুদিগের মধ্যে সমজাতীয় ভাব এবং বিষম প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণু কিম্বা অংশ সকলের মধ্যে বিষম জাতীয় ভাব আনয়ন করে। শক্তি ও গতির বিলয়শূন্য অবস্থিতিই (persistence of force and continuity of motion) সংযোগ উৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু সমূহকে ঈদৃশ শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপন করিতে থাকে। যদিও আমরা ইতিপূর্ব্বে বারম্বার বলিয়াছি যে, পারমাণব কিম্বা আভ্যন্তরিক গতির বিলোপান্তর পরমাণু কিম্বা অংশ সকল সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা এই প্রকার বুঝিতে হইবে না যে, পরমাণু কিম্বা অংশের আভ্যন্তরিক গতি সম্পূর্ণরূপে বিলোপ হইয়া যায়। পারমাণব গতির আংশিক বিলয় অথবা আংশিক অবস্থতারস্থাই বিলোপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সংযোগ-উৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে নির্দ্দিষ্টাবস্থা এবং বিশৃঙ্খলাবস্থা হইতে শ্রেণীবদ্ধাবস্থা যেরূপে প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা এক এক দেশীয় সামাজিক পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারিবেক। মনুষ্যদিগের পারস্পরিক সংযোগ,

দ্বারা সমাজগঠিত হইলে, শ্রেণীবিভাগ কিম্বা জাতিবিভাগ পদ্ধতি প্রভৃতি স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই সমুপস্থিত হইতে থাকে। মনুষ্যগণ সামাজিক বন্ধন দ্বারা সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি-নিবন্ধন পরস্পরের প্রকৃতি ও গুণসম্ভূত ফলাফল ভোগ করিতে থাকে, এবং তন্নিবন্ধন প্রত্যেকেই রূপান্তরিত জীবন-গতি প্রাপ্ত হয়। পরে তাহাদের সেই রূপান্তরিত প্রকৃতি কিম্বা জীবনগতির পারস্পরিক সমতা ও বৈষম্যানুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ঈদৃশ সমতা ও বৈষম্যের সমানুপাতানুসারেই (proportionally) মানবমণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কাল যাপন করিত। কিন্তু কালক্রমে শ্রম-বিভাগ (Division of labour) পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য কারণবশত মনুষ্যগণ ক্রমে সমাজবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থায় হয়ত এক ব্যক্তি রাজা হইয়া অপর সমুদয়কে শাসন করিত। তৎকালে শাসন কার্য্যের সমুদায় ভার এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং শাসনপ্রণালী অনির্দ্দিষ্টাবস্থায় ছিল। তৎপর কালক্রমে সামাজিক আয়তন বৃদ্ধি সহকারে এবং সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, শান্তিরক্ষক, ব্যবস্থাপক-সমাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে শাসন কার্য্যের ভার বিভক্ত হইয়া শাসনপ্রণালী সেই অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে নির্দ্দিষ্টাবস্থা

প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আবার আদিম অবস্থায় শ্রম-বিভাগ পদ্ধতি কথঞ্চিতরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, কোন ব্যক্তি হয়ত দুই মাস রজকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং অপর দুই মাস তন্তুবায়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কোন ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা অবলম্বন করিত না। কিন্তু কাল সহকারে এক শ্রেণীস্থ লোক কেবল রজকের কার্য্য করিতে লাগিল। এবং অপর শ্রেণীস্থ লোক তন্তুবায়ের ব্যবসা অবলম্বন করিল। এই প্রকারে অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোক বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশ দ্বারা ক্রমে নির্দ্দিষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঈদৃশ শ্রেণী বিভাগ বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের অনিবার্য্য ফল। জনবিশেষের স্বাধীন ইচ্ছা কিম্বা অনিচ্ছা দ্বারা ঈদৃশ শ্রেণীবিভাগ নিবারিত কিম্বা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, এবং ঈদৃশ শ্রেণীবিভাগ আবার জনবিশেষের প্রচারিত নিয়ম দ্বারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আর্য্য মহর্ষিগণ সদৃশ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়া ভারতের অশেষবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সভ্যতা সম্বন্ধে কথঞ্চিত উন্নতি লাভ করিলে, আর্য্য মহর্ষিগণ সামাজিক অবস্থার গতিরোধ করিয়া সমাজের সাম্যাবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তদুপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রাচীন মহর্ষিদিগের মধ্যে অনেকেই সামাজিক সাম্যাবস্থার (order) উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক নিয়ম (Laws of progress) সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সেইরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। জগদ্বিখ্যাত ফরাশি দার্শনিক অগস্ত কম্‌ত বলিয়াছেন যে, কি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ, কি অপরাপর দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ, সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম বিষয়ে সকল দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরাই নিতান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।*

বস্তুতঃ ভারতবাসী আর্য্য মহর্ষিগণ সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম বুঝিতে না পারিয়াই সামাজিক সাম্যাবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

যে সকল কারণ বশতঃ সামাজিক শ্রেণী বিভাগ হয়, তাহা সামাজিক বৈষম্যাবস্থা এবং সামাজিক বিশ্লেষণ (social segregation) সম্বন্ধীয় নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার সময় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে। ঈদৃশ শ্রেণীবিভাগ যে বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের অনিবার্য্য ফল, তাহাই কেবল এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

---

* "Social order was regarded by the ancients as stationary and its theory under this provisional aspect was admirably sketched out by the great Aristotle. The social speculations of antiquity are entirely devoid of the conception of progress. Their historical field was too narrow to indicate any continuous movement of Humanity." Auguste Comte.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যদিগের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য।

> "They have neither assemblies for consultation nor *themistes*, but every one exercises Jurisdiction over his wives and children, and they pay no regard to one another." Homer's Odyssey.

> The condition of homogeneity is a condition of of unstable equilibrium.—*Herbert Spencer.*

মানব জাতির আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার এক একটী স্বতন্ত্র জাতির ন্যায় অপর পরিবার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিত। প্রত্যেক পরিবারস্থ পিতা কিম্বা গৃহস্বামী আপন আপন পুত্র কন্যা ও অপরাপর পরিবারবর্গকে অপ্রতিহত ক্ষমতা সহকারে শাসন করিতেন। তৎকালে পিতা কিম্বা গৃহস্বামীর আদেশই গৃহস্থিত পরিবারবর্গের সম্বন্ধে এক মাত্র বিধান (আইন) বলিয়া পরিগণিত হইত। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে পিতা কিম্বা গৃহস্বামী তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজা কিম্বা শাসন কর্ত্তাদিগের পারস্পরিক ব্যবহার ও কার্য্যের মধ্যে যদ্রূপ বাহ্যিক আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবারের সহিত অপরাপর পরিবারের পারস্পরিক ব্যবহার,

তদ্রূপ বাহ্যিক আড়ম্বরপরিপূর্ণ ছিল। সেই সকল বাহ্যিক আড়ম্বরপরিপূর্ণ কার্য্যকলাপই কালসহকারে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতাসম্ভুত শিষ্টাচাররূপে বিকশিত হইয়াছে।*

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এক একটী নর নারীকে সমাজের এক একটী পরমাণুস্বরূপ মনে করি। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ ছিল। তৎকালে জন বিশেষের বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র অবস্থা কথন ব্যবহার ও কার্য্যেতে স্বীকৃত হইত না। এক একটী পরিবারের সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, এবং ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র সকল পারিবারিক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। পরিবারস্থ জনবিশেষের কোন প্রকার স্বতন্ত্র স্বত্ব ও অধিকার ছিল না। এক পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অপর কোন পরিবারের বিরুদ্ধে অন্যায়াচরণ করিলে অনিষ্টকারী ব্যক্তির পরিবারস্থ সমুদায় লোককে (বিশেষতঃ গৃহস্বামীকে) তজ্জন্য অপরাধী হইতে হইত। ভারবর্ষে ঈদৃশ আদিম সামাজিক অবস্থা কালসহকারে নানা প্রকার রূপান্তরিত হইয়া যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রচলিতছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে রাজা যুধিষ্ঠির শকুনির নিকট অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত হইলে ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সমুদায় ভ্রাতাগণই যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

---

* "As law differentiates from personal commands, as morality differentiates from religious injunctions, so *politeness* differentiates from ceremonial observance." —Herbert Spencer.

বর্ত্তমান সময়ে এক দেশীয় রাজার সহিত অন্য কোন দেশীয় রাজার কোনসন্ধি সংস্থাপন উপলক্ষে যদ্রূপ নানবিধ বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়; মানবদিগের আদিম অবস্থায় বিবাহ উপলক্ষে এক পরিবারে একটী কন্যা অপর পরিবারের কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রদান করিবার সময় তাদৃশ বাহ্য আড়ম্বর পরিপূর্ণ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় পুরা-প্রচলিত গোত্রান্তর প্রথা. এতাদৃশ সামাজিক ব্যবহারের বিদ্যমানতা বিলক্ষণ রূপে সপ্রমান করিতেছে। কন্যার পিতা কিম্বা কন্যা পক্ষীয় পরিবারের গৃহস্বামী অগ্নিসমক্ষে কন্যাকে স্বীয় গোত্র হইতে বিবর্জ্জিত করিয়া বিবাহার্থী বরের গোত্র ভুক্ত করিয়া দিতেন। গোত্রান্তর কার্য্যের প্রকৃত মৌলিক অর্থ—"এলেকা পরিবর্ত্তন" (Change of Jurisdiction) গোত্রান্তর কার্য্য দ্বারা গোত্রান্তরিত কন্যা এক পরিবারের গৃহস্বামীর শাসনাধীন হইতে নির্মুক্ত হইয়া অপর পরিবারের গৃহস্বামীর শাসনাধীনে অর্পিত হইত। অর্থাৎ এক পরিবার হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া অপর পরিবারের অঙ্গীভুত হইত। পুরাকালে কেবল কন্যাগণ গোত্রান্তরিত হইত না, সময় সময় যুবকগণও গোত্রন্তরিত হইয়া অপরাপর পরিবারের অঙ্গীভূত হইত। পুরুষদিগের ঈদৃশ গোত্রান্তর প্রাপ্তির প্রথা হইতে নানাদেশে দত্তক গ্রহণের প্রথা সমুৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু কাল সহকারে এই প্রকার গোত্রান্তর প্রথা এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন, পরিবার সমূহের মধ্যে সম্মিলন ও সদ্ভাব উৎপন্ন হইতে

লাগিল। এবং তৎপরে কার্য্যবিভাগ কিম্বা শ্রম বিভাগ (division of labour) পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত নানাবিধ সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল।* কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থার বৈষম্য সমুপস্থিত হইল। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত সামাজিক সূত্রে সম্মিলিত হইলে তাহারা সমান অবস্থাপন্ন হইয়া অধিক কাল সমভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। ঈদৃশ সামাজিক বৈষম্য যে সকল কারণে সমুৎপন্ন হয়, তাহাই এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইবেক।

এই পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক একটী পরমাণু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা নির্ণয় করা যেরূপ আমাদিগের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, সেই প্রকার সামাজিক ভাবাস্পৃষ্টমানব প্রকৃতি কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক একটী জড়পাদার্থকে আমরা পরমাণু সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু জড়পদার্থ হইতে এক একটী পরমাণু তুলিয়া লইতে পারি না। মনুষ্য সমাজ হইতেও এক একটী নর নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনগতি নির্ণয় করা যায়

---

* "In the social organism integrative changes are clearly and abundantly exemplefied. Uncivilized socioties display them when wandering families, such as we see among Bushmen, join into tribes of considerable number."—*Herbert Spencer.*

না। বস্তুতঃ মানবমণ্ডলীর আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও একেবারে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য-সংসর্গ-শূন্য মানব জীবন কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের সেই আদিম অবস্থাতেও তাহারা দুই চারি কি দশ বারটী মনুষ্য একত্রিত হইয়া (অর্থাৎ এক পরিবার ভুক্ত হইয়া) অবস্থিতি করিত। ঈদৃশ পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিবার পূর্ব্বে আদিম মনুষ্যগণ পশ্বাদির ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে কিরূপে বিচরণ করিত, তাহা নিশ্চয়রূপে সহজে অবধারণ করা যায় না। ডারউইনের মতানুসারে মনুষ্যগণ পরিবার-ভুক্ত হইবার বহুপূর্ব্বে বানররূপে বিচরণ করিত; এবং সেই বানর দেহ হইতে মনুষ্যাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হইলে ক্রমে পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল। কিন্তু বানর দেহ হইতে কি কি ঘটনা ও কিরূপ অবস্থা প্রযুক্ত মনুষ্যদেহ সমুৎপন্ন হইল, বানর জাতি কতদূর সমুন্নত হইলেই বা মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে পারে, এবং বর্ত্তমান সময়ে দুই একটী প্রাচীন বানর কেন মনুষ্য হইতেছে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ডারউইন বোধ হয় উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ডারউইনের মত সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিলেও তাহা আমরা উপহাসাস্পদ বলিয়া মনে করি না। এই সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, এই সকল দুরূহ প্রশ্ন মীমাংসা করা আমাদিগের সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞান চক্ষে দৃষ্টি করিলে, মানব জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেল ও বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে প্রকার মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদপেক্ষা ডারউইনের মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর যে সৃষ্টির প্রারম্ভে

একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সমুদয় মানবমণ্ডলী তাহাদিগের বংশসম্ভূত, ঈদৃশ যুক্তিবিরুদ্ধ মত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারেন না। জগতের আদিম মনুষ্য প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও তন্মধ্যে সামাজিক ভাব নিবন্ধন প্রত্যেক মানব জীবনে বিবর্ত্তনবিকশিত জীবন গতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ যে জগতে প্রথমতঃ সৃষ্টি হইয়াছিল, ঈদৃশ মত আমরা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি না।

বিবর্ত্তনবিকশিত জীবন গতির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এতদ্পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ স্বীয় স্বীয় পারমাণব গতি কিম্বা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর, প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া, সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন, যদি প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, যে সকল অন্যান্য পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পূর্ব্বের অসংযুক্ত অবস্থাসম্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না-হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকেই যে বিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকারে বিকশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের এই সংজ্ঞাটী সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য উদাহরণ দ্বারা ইহার

এক একটী অংশ পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত বোধ হইতেছে।

একটী পরিবারের মধ্যে স্বামী স্ত্রী পুত্র ও কন্যা এই চারিটী লোক অবস্থিতি করিতেছে। এই পরিবারস্থ এক একটী লোক এক একটী পরমাণু স্বরূপ। এই চারিটী পরমাণুর সংযোগ কিম্বা সম্মিলন দ্বারা একটী পরিবার গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ চারিটী পৃথক পৃথক পরমাণুর সংযোগ কিম্বা সম্মিলন নিবন্ধন এক একটী পরমাণু কিম্বা লোক আপন আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে যে যে প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বিবর্ত্তন বিকশিত জীবন গতির অর্থ সম্বন্ধে সম্যকরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারে।

প্রথমতঃ এই চারিটী পরমাণু কিম্বা চারিটী লোকের প্রত্যেকেরই জীবনের পারমাণব গতি কতক পরিমাণে হ্রাস না হইলে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হইত না। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে অপর তিন ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন না করিলে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিত না। সুতরাং এই স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থাপন্ন চারিটী পরমাণু কিম্বা চারিটী মনুষ্য স্বীয় স্বীয় জীবনের স্বতন্ত্র গতি বিসর্জ্জন নিবন্ধন সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু আবার এই সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন (অর্থাৎ একত্রিত হইয়া বাস করিতেছে বলিয়া) তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের অবস্থা পারস্পরিক ব্যবহার ও কার্য্য দ্বারা রূপান্তরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ পিতার শারীরিক ও

মানসিক কার্য্য কলাপের ফলাফল ও দোষ গুণ স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার জীবন পরিবর্ত্তন করে; স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কার্য্যকলাপের দোষ গুণ, স্বামী, পুত্র ও কন্যার জীবন রূপান্তরিত করে; পুত্রের কার্য্যকলাপের ফলাফল, পিতা মাতা ও ভগ্নীর জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে; এবং কন্যার কার্য্যকলাপের ফলদ্বারা অপর তিন জনের জীবন গতি রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই চারিটী লোকের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকিলে এবং তাহারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কালযাপন করিলে, একজনের কার্য্যকলাপের ফল অপরের জীবন স্পর্শ করিত না। সুতরাং সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন প্রত্যেকের জীবনগতি অপরাপরের কার্য্যকলাপের দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে।

কিন্তু ইহাদের পারস্পরিক কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রত্যেকের জীবনগতি রূপান্তরিত হইলেও ইহারা সকলেই এক প্রকার জীবন প্রাপ্ত হয় না। ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পরের গুণ ও প্রকৃতিসম্ভূত ফলাফল সম্ভোগের অধিকারী হইয়াও জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে বৈষম্য ও বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের মধ্যে এক জন পিতার প্রকৃতি, দ্বিতীয় মাতার প্রকৃতি, তৃতীয় পুত্রের প্রকৃতি এবং চতুর্থ কন্যার প্রকৃতি লাভ করিতেছে।

এইক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন দ্বারা কোন বস্তু কি বিষয় বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হয়।

প্রথমতঃ—পরমাণু কিম্বা অংশ সকল স্বীয় পারমাণব গতি

অথবা আভ্যন্তরিক গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ—পরমাণু কিম্বা অংশ সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রকৃতিই পরস্পরের সংঘর্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং প্রত্যেকেই অপরাপর সকলের প্রকৃতি ও গুণের ফল ফল লাভ করে।

তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পরস্পরের গুণ ও প্রকৃতিসম্ভূত ফলাফলের দ্বারা রূপান্তরিত হইলেও তাহারা সকলে এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে না। প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এবং সমজাতীয় ভাব (homogeneousness) পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষমাবস্থা (heterogeneousness) লাভ করিতে থাকে।

সংযোগোৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু সকল যে সমস্ত কারণ নিবন্ধন এক প্রকৃতিবিশিষ্ট না হইয়া প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে বিভিন্নতা লাভ করে, তাহাই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। এবং আমরা এইক্ষণ তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি কৌশল মধ্যে গতির অক্ষয় বিদ্যমানতা (continuity of motion) এবং শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতিই (persistence of force) অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। যদি গতি ও শক্তির রূপান্তর ভিন্ন কোন প্রকার বিলয় সম্ভবপর হইত, তবে বিশ্বসংসারের পরিবর্ত্তনের স্রোত কোন এক সময়ে অবশ্য স্থগিত হইত। গতি ও শক্তির অবিনশ্বরত্ব প্রযুক্ত বিশ্বসংসার মধ্যে কোন পদার্থ, অবস্থা,

ঘটনা, কিম্বা বিষয় পরিবর্ত্তন-শূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। মনুষ্যদিগের সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের মূল কারণ, শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতি ও গতির অক্ষয় বিদ্যমানতা। কিন্তু শক্তি ও গতি সকল পরিবর্ত্তনেরই মূল কারণ। সুতরাং কোন পরিবর্ত্তন বিশেষের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার অব্যবহিত কারণ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত। ক্রমান্বয়ে মধ্যবর্ত্তী অব্যবহিত কারণ সকল উল্লিখিত না হইলে আদি কারণ ও শেষ ফল, এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সংযোগ উপলব্ধি হইতে পারে না। বৃষ্টির কারণ সমুদ্র, এই প্রকার কথিত হইলে বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। কিন্তু উত্তাপ দ্বারা সমুদ্রজল বাষ্পরূপে পরিণত হয়; এবং বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, এই প্রকার মধ্যবর্ত্তী কার্য্যকারণ সকল উল্লিখিত হইলে সমুদ্র জল যে বৃষ্টির কারণ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব সামাজিক বৈষম্যের অব্যবহিত কারণ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত।

পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের সম্মিলন দ্বারা কোন সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয় সৃজিত হইলে প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ (mutual interdependence) ও অবস্থানের বিভিন্নতা নিবন্ধন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। অসংখ্য অসংখ্য পরমাণু দ্বারা পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী সংস্থাপিত পরমাণু সকল পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পরমাণু অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং

পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানের পরমাণু এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পরমাণু এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।* আবার পৃথিবীর উপরিস্থিত পরমাণু সকল সূর্য্যের উত্তাপে যদ্রূপ রূপান্তরিত হয়, পৃথিবীর গর্ভস্থ পরমাণু সেই প্রকার সমভাবে সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল স্ব স্ব অবস্থানানুসারে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য অসংখ্য কারণ নিবন্ধন সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা সমুপস্থিত হয়। আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কি অংশের সমজাতীয় অবস্থা সর্ব্বদাই অচিরস্থায়ী এবং বিচলসম্পন্ন। (the condition of homogeneity is a condition of unstable eqilibrium.) অংশ কিম্বা পরমাণু সকল সংযুক্ত হইলে তাহাদিগের সমজাতীয় ভাব কখনও সমরক্ষিত হইতে পারে না। তাহারা বিষমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভাবী পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সেই ভাবে অবস্থিতি করে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানব জাতির আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার এক একটী পৃথক জাতির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিত। কিন্তু কাল সহকারে সেই সকল

---

* "When a uniform aggregate is subject to a uniform force its constituents, being differently conditioned, are, dfferently modified."—Herbert Spencer.

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিবারের সম্মিলন দ্বারা সমাজ গঠিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের অবশ্যম্ভবী ফল। তুলযন্ত্রের (scales) দুইদিকে সমান ভাব বিশিষ্ট বস্তু রাখিলে যদ্রূপ মুহূর্ত্তকাল সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতে না করিতে; বিচলিত-সমভাব প্রযুক্ত একদিক নিম্নগামী এবং অপর দিক উপরে উঠিতে থাকে, সেই প্রকার মনুষ্যগণ সমাজবদ্ধ হইবামাত্র বিচলিত সমতা (unstable equality) প্রাপ্ত হইয়া বিষমাবস্থা লাভ করে। বস্তুতঃ বিচলিত-সমভাব যে কেবল যন্ত্রবিজ্ঞানের (mechanic) তুলযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহা নহে। বিশ্বসংসারের সমুদায় সংযোগ-উৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল সংযোগ নিবন্ধন বিচলিত-সমভাব প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক সুসভ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সমাজাবদ্ধ মানবমণ্ডলীর জীবন বিচলিত সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। ফরাশি দেশীয় রাজবিপ্লবের ইতিহাস (History of the French Revolution) মানবদিগের সামাজিক জীবনের বিচলিত-সমভাবের বিদ্যমানতা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু মানব জীবনের বিচলিত-সমভাব সমাজগঠন কালে যদ্রূপ অনুভূত হয়, সমাজগঠন কার্য্য পূর্ণ হইলে আর তদ্রূপ থাকে না। সামাজিক উন্নতির (social progress) মধ্যেই কেবল বিচলিত সমভাব পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (Social order) দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে মানব জীবনের সাময়িক সমভাব

বিষমাবস্থায় পরিণত হইয়া স্থায়ী বিষমাবস্থা অবলম্বন করে।

ফরাশিদেশের রাজা যোড়ষ লুইর প্রাণদণ্ডের পর ফরাশিদিগের সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (social order) রাজবিপ্লব নিবন্ধন একবারে বিনষ্ট হইল। ঈদৃশ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময়ে মানব জীবন স্বভাবতঃই বিচলিত-সমভাব (unstable equality) প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ তৎকালে পূর্ব্বপ্রচলিত সামাজিক বিভিন্নতা একেবারে বিলোপ হইল। তখন রাজা প্রজা সকলেই সমান। সকলের "সমান অধিকার" "সকলের স্বাধীনতা" এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব" ("Equality" "liberty" and "Fraternity") ঈদৃশ চীৎকার দ্বারা ফরাশি রাজ্য নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই চীৎকারের চরম ফল কি হইল? সমজাতীয় অবস্থা সর্ব্বদাই বিচলিত এবং অচিরস্থায়ী। সমাজের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্য মানবমণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থানুসারে সমাবস্থাপন্ন এবং সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং ফরাশিদিগের সেই চীৎকার বৃথা হইল। তাঁহারা সমাজস্থিত সকল নর-নারীর সমান অধিকার সংস্থাপন করিতে যইয়া অবশেষে বীর চূড়ামণি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অপ্রতিহত এবং কঠোর শাসন শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রাজবিপ্লব দ্বারা ফরাশিদিগের সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (social order) প্রথমতঃ বিনষ্ট হইল; এবং পূর্ব্ব-প্রচলিত সামাজিক বিভিন্নতা বিদূরিত হইল। রাজবিপ্লব নিবন্ধন যে কয়েক বৎসর ফরাশি রাজ্য অরাজক এবং বিশৃঙ্খল

অবস্থায় ছিল, তখনই কেবল রাজা প্রজা সকলেই সমান অবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। মানবদিগের সমজাতীয়ভাব এবং পরস্পরের তুল্যাবস্থা সর্ব্বদাই অচিরস্থায়ী এবং বিচল সম্পন্ন। সুতরাং অচিরাৎ ফরাশি সমাজের মধ্যে আবার সামাজিক বৈষম্য উপস্থিত হইল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সামাজিক সমজাতীয় ভাব বিনাশ করিলেন এবং ফরাশিদিগের সমাজে পুনরায় সেই সামাজিক বিভিন্নতা (social distinction) প্রবর্ত্তিত হইল।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, যদি মানব প্রকৃতির উন্নতির কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকে এবং কোন সমাজস্থ প্রত্যেক নর-নারী সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই কেবল সামাজিক সমজাতীয় ভাব চিরকাল সংরক্ষিত হইতে পারে, এবং মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক নর-নারী সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল সমভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সামাজিক সমজাতীয় ভাব অচিরস্থায়ী এবং বিচলস্পন্ন। অর্থাৎ (the condition of homogeneity is the condition of unstable equilibrium,)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সামাজিক বিশ্লেষণ।

"The class-bias, like the bias of Patriotism is a reflex of egoism and like it, has its uses and abuses.

* * * * * *

The egoism of individuals leads to an egoism of the class they form; and besides the separate efforts, generates a joint effort to get an undue share of the aggregate proceeds of social activity. The aggressive tendency of each class, thus produced, has to be balanced by like aggressive tendencies of other classes."—Herbert Spencer.

এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশ (Evolution) সম্বন্ধীয় যে কয়েকটী নিয়ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্লেষণ (Segregation) সম্বন্ধীয় কোন নিয়ম উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্লেষণ বিবর্ত্তন নিবন্ধন-বিকাশের অনিবার্য্য ফল। সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট যে সকল পরমাণু থাকে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সংঘর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হইয়া পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়; এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থ বিবিধ অংশে বিভক্ত হইতে থাকে। সংযোগোৎপন্ন পদার্থের

অংশ বিশেষের ঈদৃশ বিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রাপ্তিকেই বিশ্লেষণ বলা যায়। বালুকণা মিশ্রিত নদীর জল, কিছুকাল একটী পাত্রে রাখিলে, বালুকণা গুলি পাত্রের নিম্নদেশে, একত্রিত হয় এবং জল রাশি তজ্জন্য বালু-কণিকা হইতে পৃথক হইয়া ক্রমে পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এই স্থানে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, বালু-কণিকা মিশ্রিত নদীর জল একটী সংযোগোৎপন্ন পদার্থ। এই সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যস্থিত বালুকণা গুলি এক প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণু-সমষ্টি, এবং জলরাশি অন্য প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সমষ্টি বলিয়া বালু-কণিকা জল হইতে সহজেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পাত্রের নিম্নদেশে একত্রিত হইল, এবং সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যস্থিত দুটী ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সমষ্টি দুই অংশে বিভক্ত হইল।

মনুষ্যসমাজেও এই বিশ্লেষণ কার্য্য নিয়তই পরিলক্ষিত হইতেছে। এক একটী মনুষ্য সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ। সুতরাং মনুষ্য সমাজও এক প্রকৃতি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবমণ্ডলী হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধন বৃহৎ মনুষ্যসমাজ নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। যে সকল মনুষ্য শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহারা সমাজের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া শ্রমোপজীবি শ্রেণী বলিয়া অভিহিত হয়। আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে। ঈদৃশ সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্যে তিনটী সাধারণ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, যথা—প্রথমতঃ

সংযোগোৎপন্ন বস্তু বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমুদায় এক প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইলে এবং এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গতিপথ ও গতিফল সর্ব্বপ্রকারে সমান থাকে।* সুতরাং এবম্বিধ পরমাণু ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট পরমাণু সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু বা অংশ সমূহ এক প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলেও তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গতিপথ ও গতিফল অবশ্যই বিভিন্নতা উপস্থিত হইবে। † এবং তন্নিবন্ধন তাহারা পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ সংযোগোৎপন্ন বস্তু বা বিষয়ের পরমাণু বা অংশ সমূহ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে, তাহারা প্রত্যেকে এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়াও বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ‡

---

* "First. that like units subject to a uniform force capable of producing motion in them, will be moved to like degrees in the same direction."

† "Second, that like units if exposed to unlike forces capable of producing motion in them, will be differently moved—moved either in different directions or to different degrees in the same direction."

‡ " Third, that unlike units if acted on by a uniform force capable of producing motion in them, will be differently moved—moved either in different direction or to different degrees in the same direction."

Herbert Spencer.

এতৎপূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের সম্মিলন দ্বারা কোন সংযোগোৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয় সৃষ্ট হইলে প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ (mutual interdependence) ও অবস্থানের বিভিন্নতা নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ এক জাতীয় পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ সংযুক্ত হইয়া সংযোগোৎপন্ন পদার্থ রূপে পরিণত হইবামাত্র প্রত্যেক পরমাণু সমজাতীয় ভাব (homogeneous condition) বিবর্জ্জিত হইয়া, বিষমাবস্থা (heterogeneous condition) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যে কারণে সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যে বৈষম্য ভাব উপস্থিত হয়, তাহা উদাহরণ দ্বারা ইতিপূর্ব্বে একবার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়টী পরিষ্কাররূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পুনরায় বর্ত্তমান অধ্যায়ে আর কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

কোন একটী বস্তু সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া দিলে, তাহার উপরিস্থ পরমাণুগুলি সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া যে পরিমাণে রূপান্তরিত হয়, বস্তুর গর্ভস্থ পরমাণু সমূহ ঠিক সেই পরিমাণে রূপান্তরিত হয় না, কারণ সূর্য্যোত্তাপ উপরিস্থিত পরমাণুর উপর যেরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ, গর্ভস্থ পরমাণুর উপর সেইরূপ কার্য্য করিতে পারে না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে সম্মুখস্থ সৈন্যগণ বিপক্ষের অস্ত্রে যেরূপ আহত হয়, পশ্চাতে যাহারা, তাহাদিগের তদ্রূপ আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রকারে সংযোগোৎপন্ন পদার্থের পরমাণু সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ (mutual dependence) প্রযুক্ত তাহাদিগে

পরস্পরের মধ্যে ক্রমে বৈষম্য ভাব উপস্থিত হইতে থাকে। এবং শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতি নিবন্ধন (owing to persistence of force) এই বৈষম্যাবস্থা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু সমূহকে বৈষম্যাবস্থা হইতে সমধিক বৈষম্যাবস্থায় পরিণত করে। অবশেষে সংযোগোৎপন্ন বস্তুর এক এক অংশের বা এক এক প্রদেশের পরমাণু সমষ্টি অপরাপর অংশের পরমাণু সমষ্টি হইতে এতাদৃশ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহারা কোন একটী নূতন শক্তির প্রভাবে অপর বিভাগের পরমাণু সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

এক খানি কাষ্ঠের অর্দ্ধাংশ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সেই দগ্ধীভূত অর্দ্ধাংশের পরমাণু-সমষ্টি অপরার্দ্ধাংশ হইতে এতাদৃশ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, অত্যল্প আঘাত প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধীভূত অংশ, অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

এই স্থানে দেখা যাইতেছে যে, সমুদায় কাষ্ঠ খানি একটী সংযোগোৎপন্ন পদার্থ (অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র) কিন্তু কাষ্ঠ খানি যে ভাবে অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল ইহার একাংশের পরমাণু অগ্নির সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইল। সুতরাং যে অংশ অগ্নিসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অংশের পরমাণু অপরাংশের পরমাণু হইতে এতাদৃশ বৈষম্য প্রাপ্ত হইল যে, উহা অত্যল্প আঘাতে অপরাংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। মানবগণের সামাজিক জীবনে ঈদৃশ বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় নিয়ম যে প্রযুজ্য, তাহা অসভ্য জাতির ক্রমোন্নতির উদাহরণ দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

অসভ্যদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু কালক্রমে সেই আদিম অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ সমুন্নত হইলে, তাহারা নিকটস্থ কোন জাতিকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আপনাদিগকে অন্য কোন জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে। এই প্রকার সামাজিক সম্মিলন দ্বারা তাহারা প্রথমতঃ পরস্পরের কার্য্যের ফলাফল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, দ্বিতীয়তঃ, ঈদৃশ সম্মিলন দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বগত সমাবস্থা বিলুপ্ত হইয়া, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যাবস্থা সমুপস্থিত হয়; কারণ সম্মিলিত হইলে পর কোন এক ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হয়, এবং অপরাপর সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পদপ্রভুত্ব লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে যদি আবার দুই তিন ব্যক্তিই সেনাপতির পদলাভ করিতে সচেষ্ট হয়, অর্থাৎ সেনাপতিপদলাভাকাঙ্ক্ষা একটী শক্তি-স্বরূপ হইয়া অপর দুই তিন জনের মধ্যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, তবে তাহাদিগের মধ্যে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়, এবং এক দল হইতে অপর দল সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

এখন এই অসভ্যজাতীয় লোকদিগের জীবনের এই উদাহরণটী দ্বারা বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের সংজ্ঞা (Definition of evolution) এবং সামাজিক বিশ্লেষণ প্রণালী (Theory of social segregation) সহজে বুঝান যায়। এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা

দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ স্বীয় স্বীয় পারমাণবগতি কিম্বা আভ্যন্তরিক গতির বিলোপান্তর প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন যদি প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, যে সকল অন্যান্য পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পূর্ব্বস্থিত অসংযুক্ত অবস্থা সম্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, তাহা হইলে, তাহারা প্রত্যেকেই বিবর্দ্ধিত হইয়া নূতন আকারে বিকাশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে।

এই সংজ্ঞাটীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ স্বীয় স্বীয় পারমাণবগতি অথবা আভ্যন্তরিক গতি কতক পরিমাণে বিসর্জ্জন না করিলে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে উল্লিখিত অসভ্যগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন গতি কতক পরিমাণে বিসর্জ্জন না করিলে কখনই পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হইত না। অতএব পারমাণব গতি বিসর্জ্জনই সম্মিলনের মূল কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, পরমাণু কিম্বা অংশ সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রকৃতিই পরস্পরের সংঘর্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং প্রত্যেকেই অপরাপর

সকলের প্রকৃতি ও কার্য্যের ফলাফল লাভ করিয়া থাকে। অসভ্যদিগের উদাহরণ দ্বারা বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের এই দ্বিতীয় অংশটীও বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ অসভ্যগণ সম্মিলিত হইল বলিয়াই তাহারা প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হইল, এবং প্রত্যেকের জীবন-গতিই তন্নিবন্ধন রূপান্তরিত হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, সংযোগ প্রাপ্তি নিবন্ধন সমজাতীয় ও সমাবস্থাপন্ন প্রত্যেক পরমাণু সমজাতীয় ও সমাবস্থাপন্ন ভাব (homogeneous condition) পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষমাবস্থা (heterogeneous condition) লাভ করিতে থাকে। প্রাগুক্ত অসভ্যদিগের ক্রমোন্নতির উদাহরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অসভ্যগণ দলবদ্ধ হইবামাত্র তাহাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সেনাপতি হয় এবং অপরাপর সকলেই আপনাপন শারীরিক ও মানসিক শক্তির ন্যূনাতিশয্য প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মিলন দ্বারা তাহারা সমজাতীয় ভাব ও সমাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শক্তির কার্য্য কখন নিঃশেষিত হয় না; এবং শক্তির সম্পূর্ণরূপে বিলয় হয় না। সুতরাং শক্তির বিলয়-শূন্য অবস্থিতি (persistence of force) নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থের পরমাণু বৈষম্যাবস্থা হইতে ক্রমে সমধিক বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে বস্তুর একাংশের পরমাণু অপরাংশের পরমাণু হইতে এমন বিভিন্ন হইয়া পড়ে যে, কোন নূতন শক্তির সংযোগে একাংশ যেমন রূপান্তরিত হয়, অপরাংশ তদ্রূপ হয় না। ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন, নূতন

শক্তি সংযোগে যে অংশ রূপান্তরিত হয়,তাহা অপরাংশ হইতে ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। অতএব এক্ষণে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে, বিশ্লেষণ কার্য্য বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল। কারণ সংযোগ নিবন্ধন পরমাণু বিবর্ত্তিত হইয়া বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অবশেষে বৈষম্যাবস্থাপন্ন পরমাণু সমষ্টি কোন একটী নূতন শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেরই লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্লেষণের মধ্যে তিনটী সাধারণ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, অতএব সেই তিন প্রকার অবস্থায় যে সামাজিক বিশ্লেষণ সমুপস্থিত হয়, তাহাই এখন উল্লেখ করিব।

বৃহৎ মনুষ্য সমাজ অসংখ্য অসংখ্য মনুষ্যের সম্মিলন দ্বারা গঠিত হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য সমাজ একটী সংযোগোৎপন্ন বিষয়, এবং এক একটী মনুষ্য ইহার এক একটী পরমাণু স্বরূপ। এই সকল পরমাণু সম্মিলন নিবন্ধন সমজাতীয় ভাব বিবর্জ্জিত হইয়া বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সমাজের এক অংশের পরমাণু সমষ্টি অপরাংশের পরমাণু সমষ্টি হইতে অবস্থানের বিভিন্নতা অনুসারে (owing to difference of position) ন্যূনাতিরিক্ত বিভিন্নতা লাভ করে। তৎপরে একটী নূতন শক্তির সংঘর্ষণে এক অংশের পরমাণু যদ্রূপ রূপান্তরিত হয়, অপরাংশের পরমাণু সেইরূপ হয় না। কারণ সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহারা এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাপ্ত হয়। এই

প্রকারে কোন বস্তু কিম্বা বিষয়ের এক অংশের পরমাণু-সমষ্টি এক প্রকার গতিপথ ও অপরাংশের পরমাণু-সমষ্টি অন্য প্রকার গতিপথ প্রাপ্ত হইলে, অংশদ্বয় যে পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

বস্তুতঃ মানব সমাজের কার্য্যকলাপ যে প্রাগুক্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। মানবগণ সামাজিক সম্মিলন নিবন্ধন বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে সমুন্নতাকারে বিকশিত হইতেছে। যখন বিবর্ত্তনের পর বিবর্ত্তন মানব সমাজকে উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে সমুত্থিত করিতেছে, তখন সামাজিক অবস্থা কখন চিরকাল স্থায়ীভাব অবলম্বন করিতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই এই সকল বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় সমাজের এক একটী অংশ অপরাপর অংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। কিন্তু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এই প্রকারে বিশ্লিষ্ট হইলে, এক একটী অংশের অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার অপরাংশের কার্য্যকলাপ হইতে প্রতিঘাত পাইয়া, হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে সমাজের সাম্যভাব-সংরক্ষিত হইতে পারে না। যে সমাজের একাংশ অপরাংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে শেষোক্ত অংশের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে থাকে, সেই সমাজ ক্রমেই অবনতি হইতে সমধিক অবনতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে একেবারে বিনষ্ট হয়। রোম সাম্রাজ্যের বিনাশের পূর্ব্বে রোমের ধনবান শ্রেণী, দরিদ্র সম্প্রদায় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অপ্রতিহত শক্তি সহকারে সেই দরিদ্রদিগের

প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। দরিদ্র সম্প্রদায়, যদি ধনীদিগের অত্যাচারের অবরোধ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে রোমান সমাজের সাম্য ভাব সংরক্ষিত হইত এবং রোম বিনষ্ট না হইয়া ক্রমে উন্নতি হইতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইত। কিন্তু রোমান সমাজের সেই বিশ্লিষ্টাংশের অন্যায়াচরণের অবরোধ করিয়া সামাজিক সাম্যভাব সংরক্ষণে সমর্থ কোন শক্তি বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই রোমরাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল। আবার জ্ঞান ও ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত ব্যবহারে আতিশয্য প্রযুক্ত যদি কোন এক শ্রেণীর লোক সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগের দ্বারা সমাজের অপরাংশ উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ঈদৃশ সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্যে পক্ষাপক্ষের অন্যায়াচরণ সম্ভূত বিবাদ পরিলক্ষিত হয় না। তিমিরাচ্ছন্নকালে (during the dark ages) মঙ্ক (monk) দিগের কার্য্যকলাপই এই প্রকার সামাজিক বিশ্লেষণের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রোম সম্রাজ্যের অব্যবহিত পরে অরাজকতা নিবন্ধন সমাজস্থ অধিকাংশ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে লাগিল। সুতরাং এতন্নিবন্ধন জ্ঞান ও ধর্ম্ম সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু পরে এই বিশ্লিষ্ট অংশ তাৎকালিক ইয়ুরোপীয় সমাজকে আবার উন্নতিরদিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।*

সামাজিক বিশ্লেষণের দ্বারা কখন সমাজের উপকার হয়

---

*Vide the influences of the monks in the progress of European society during the Dark ages.

এবং কখন কখন সমাজের ঘোর অমঙ্গল সংঘটিত হয়। জ্ঞান ধর্ম্ম, প্রেম, ভক্তি ও ন্যায়ানুগত ব্যবহারের আতিশয্যপ্রযুক্ত কতকগুলি লোক সাধারণ সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে, ক্রমে তাহারা দেশ সংস্কারক কিম্বা সমাজ সংস্কারকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু পক্ষাপক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ সামাজিক বিশ্লেষণ উপস্থিত হইলে, ক্রমে সমাজ মধ্যে ঘোর বিবাদ বিসম্বাদের উৎপত্তি হইয়া, সমাজের নৈতিক বায়ু দুষিত করে। অবশেষে ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় বিধান অনুসারে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় সামাজিক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়া সেই নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।